ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি **শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ** আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ • **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ • **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস • **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস • **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী • **প্রুফ সংশোধক** সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস • **প্রবন্ধক** জয়ন্ত চৌধুরী • **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা • **হিসাব রক্ষক** বিদ্যাধর দাস • **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস • **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস • **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত •

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭,

মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা • ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা • ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) • **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৯ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৩ বর্ষ ▪ ৩য় সংখ্যা ▪ ত্রিবিক্রম ৫৩৩ ▪ মে ২০১৯

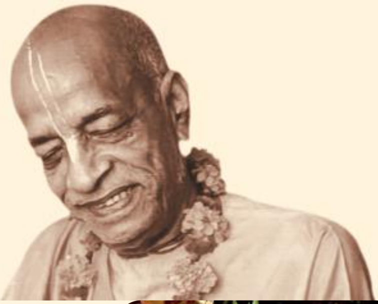

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

ভয়ঙ্কর বিদ্যা

ঈশোপনিষদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের যত্নশীল হতে হবে। আমরা বলি না যে, আমরা জড় বিদ্যায় অগ্রসর হব না। আপনি অগ্রসর হতে পারেন, কিন্তু একই সঙ্গে কৃষ্ণভাবনাময় হতে হবে। এইটিই আমাদের মত।

৬ প্রচ্ছদ কাহিনী

শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী

যদি কোন পরিবারে প্রহ্লাদ মহারাজের ন্যায় একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তবে একবিংশতি পূর্বপুরুষও উদ্ধার হয়ে যান। একজন বৈষ্ণবপুত্র কি করতে পারেন! যদি আপনি পুত্র কামনা করেন, তাহলে প্রহ্লাদ মহারাজের মতো পুত্র তৈরী করুন। অন্যথায় সন্তান উৎপাদনের কি প্রয়োজন?

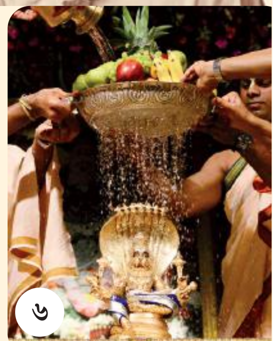

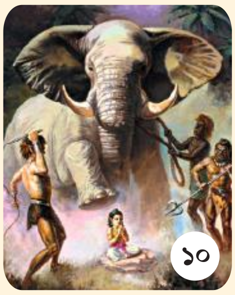

১০ আদর্শ জীবন

পরলোকে সুগম যাত্রা

মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, যদিও এই জন্ম অন্যান্যদের মতো অস্থায়ী তথাপি মনুষ্য জন্ম অতি অর্থপূর্ণ কারণ যে কেউ এই জন্মে পারমার্থিক সেবামূলক কর্ম সম্পাদন করতে পারে। এমন কি স্বল্পমাত্রায় ঐকান্তিক পারমার্থিক সেবাও কাউকে পূর্ণ শুদ্ধতা প্রদান করতে পারে।

প্রবন্ধ

১৭ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

প্রতিটি জীবই হচ্ছে ভগবানের অপরিহার্য অংশ। তাই প্রতিটা জীবের কর্তব্য ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে ভগবানের সেবা করা। যদি তা না করে তা হলে সেটা হবে একটা নিন্দনীয় অপরাধ এবং তার ফলে তার অধঃপতন হয়।

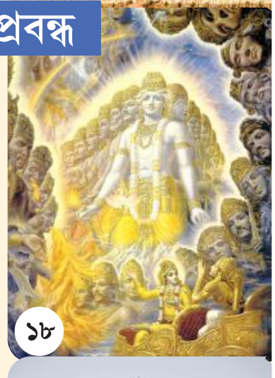

২২ কাহিনী

নৃসিংহপল্লী

এই মন্দিরটি সত্যযুগ থেকে বিখ্যাত যখন ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদের প্রতি কৃপাবশতঃ হিরণ্যকশিপুকে নিধন করে এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করতে আসেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদবর্গকে সঙ্গে নিয়ে নিয়মিত এই স্থানে এসে ভগবান নৃসিংহ কথা আলোচনা এবং হরিনাম সংকীর্তন করতেন।

২৫ পরিচয়

ব্রজধাম দর্শন (নন্দগ্রাম)

ব্রজের তিনটি পর্বত সম্বন্ধে বলা হয় বর্ষানা পর্বত ব্রহ্মার প্রকাশ, গোবর্ধন পর্বত বিষ্ণুর প্রকাশ এবং নন্দগ্রাম পর্বত শিবের প্রকাশ। নন্দমহারাজ এই পর্বতে বসবাস করেছিলেন বলেই নন্দগ্রাম বলা হয়।

২৯ আচার্য বাণী

বৈষ্ণব ধর্ম কেন শ্রেষ্ঠতম?

বৈষ্ণব ধর্মের এই উদার বাণী ইসকনের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ— যে কেউ যোগদান করতে পারেন — কোনও ভেদাভেদ নেই এই প্রেম ধর্মে।

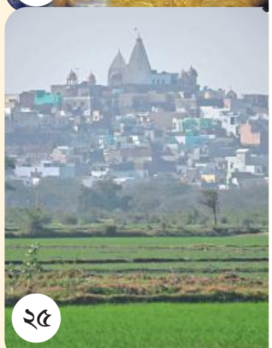

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

বেদে কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে? বেদে তো ভগবানকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে?

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

থানকুনি ঝিঙ্গে রসা

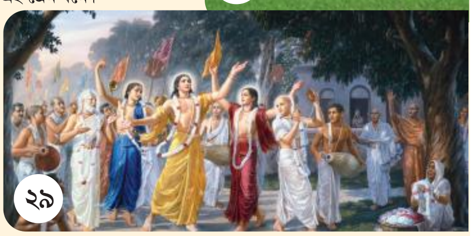

১৪ ইসকন সমাচার

তাঁপা পাইরেট শোভাযাত্রায় মহামন্ত্রের সূচনা

২১ ছোটদের আসর

একটি ব্যাঙের বিস্ফোরণ

৩১ ভক্তি কবিতা

গৌরভক্ত মহিমা

আমাদের উদ্দেশ্য

• সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। • জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। • বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। • বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। • শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। • সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

ক্লেশ কি কখনো সুখপ্রদ হতে পারে?

অসুরেরা মাত্র পাঁচ বছর বয়সী বালক প্রহ্লাদের নরম শরীরে ত্রিশূল দ্বারা বারংবার বলপূর্বক আঘাত করছিল। তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের ভয়ঙ্কর মুখমন্ডল এবং দন্ত সহযোগে চিৎকার হুংকার দিচ্ছিল, 'কেটে ফেল! বিঁধে ফেল!' কিন্তু পক্ষান্তরে অপ্রত্যাশিত রূপে প্রহ্লাদ ছিল নির্বিকার, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিলেন। বালক প্রহ্লাদের কোন অস্ত্র ছিল না। কোন সৈন্য ছিল না, ছিল না শারীরিক সক্ষমতা। তবুও বিশ্বজয়ী প্রবল পরাক্রমী হিরণ্যকশিপুকে বিক্ষোভ জানিয়েছিলেন। প্রত্যেকে এমনকি দেবতারাও হিরণ্যকশিপুর ভয়ে ভীত ছিল। কিন্তু প্রহ্লাদ সর্বদাই ভয়হীন ছিল, কারণ তিনি জানতেন, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের সম্মুখে হিরণ্যকশিপুর শক্তি অর্থহীন। বালক প্রহ্লাদ এও জানতেন যে, পরম পিতা সর্বদাই তাঁর আশ্রিত সন্তানদেরকে রক্ষা করেন। ভৌতিক জগত এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, এখানে ক্লেশভোগ অবশ্যম্ভাবী। ক্লেশ আমাদের কাছে বিপর্যয়ও আনতে পারে অথবা উত্তমও আনতে পারে। ক্লেশ অধিকাংশই আমাদেরকে দুঃখী করে এবং আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ করে। আমরা আমাদের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করতে থাকি এবং আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য ভগবানকে দোষারোপ করতে থাকি। অধিকাংশ সময়েই আমরা ক্লেশ মুক্ত হওয়ার জন্য জড় সমাধানের খোঁজ করি। এটি হয়তো আমাদেরকে সাময়িক স্বস্তি প্রদান করতে পারে ঠিক বর্ষাকালের মেঘের মতো, ক্লেশ আমাদের জীবনে আগমন করে এবং প্রস্থান করে।

আমরা যদি মহান আধ্যাত্মিক আচার্যদের জীবন দর্শন অধ্যয়ন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, ক্লেশের মধ্যেও কখনো তারা না তাদের ভাগ্যকে দোষারোপ করছেন, না ভগবানকে দোষারোপ করেছেন, এমনকি যাদের জন্য তাদের এই ক্লেশভোগ না তাদেরকে ঘৃণা করেছেন।

তারা ক্লেশকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে, এটি এই জড় জগত থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থা। ক্লেশ পরোক্ষে আমাদের কাছে আশির্বাদ স্বরূপ হয়ে আসে এবং সেই কঠিন অবস্থার সময় আমরা আমাদের হৃদয়ের কলুষ মার্জন করার জন্য সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করি যে, কলুষ আমাদের সকল ক্লেশের কারণ। একজন পরমতত্ত্ব জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর ক্লেশ নিবারণের জন্য কোন ভৌতিক সমাধানের পন্থার অন্বেষণে সময় এবং শক্তির অপচয় করেন না পরিবর্তে স্থায়ী আধ্যাত্মিক সমাধানের পন্থার অন্বেষণ করেন। তারা ভগবদ্ভক্তিতে তাদের হৃদয় পূর্ণ করার জন্য সর্বোত্তম প্রয়াস করেন এবং পরবর্তীতে এই জড়জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকেও চিন্ময়ত্ব লাভ করেন।

প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহাজনেরা পাপজনিত কোন কারণের জন্য ক্লেশ ভোগ করেন না, কিন্তু তাঁরা আবির্ভূত হন নিজ উদাহরণ নিয়ে এবং আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করার জন্য যাতে সকল অবস্থাতেই আমরা ভগবানে বিশ্বাস রাখি। যদি আমরা বিশ্বাস এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে ভগবানকে স্মরণ করি তাহলে তিনি আমাদেরকে এই জগতের সমস্ত প্রতিকুল অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য পূর্ণ শক্তি প্রদান করবেন। যদি অবস্থা এমনই কঠিন হয় তিনি তখন উদ্ধারের জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হন ঠিক যেমন প্রহ্লাদ মহারাজের জন্য নৃসিংহ ভগবান রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আমাদেরকে রক্ষা করবেন। শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৬।২৫ বলে 'যে ভক্ত ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তার কাছে অপ্রাপ্ত কিছুই থাকে না। কারণ ভগবানই হচ্ছে সমস্ত কিছুর উৎস এবং সমস্ত কারণের কারণ।'

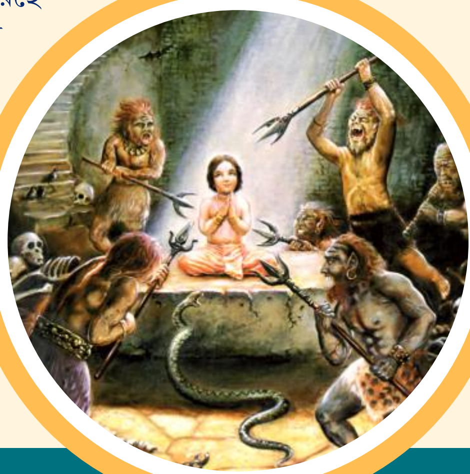

প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদেরকে বলেন (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৬।৩) আমাদের আত্ম ইন্দ্রিয় তৃপ্তির নিমিত্ত জীবন নষ্ট করা উচিত নয় যা আমরা পূর্বকৃত কর্মফল দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি আর এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। তার পরিবর্তে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে আমাদের এই প্রয়াস করতে হবে যাতে করে আমরা জড় জাগতিক কাল চক্র থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি যেখানে কোন ক্লেশ নেই। এটি তখনই সম্ভব যখন আমরা আমাদেরকে ভগবান শ্রীহরির শ্রীচরণকমলে পূর্ণ প্রেমভক্তি সহকারে তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবো।

ভয়ঙ্কর বিদ্যা

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি মেহবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।

'যারা অবিদ্যা অনুশীলন করে, তারা অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারময় লোকে প্রবেশ করে। যারা তথাকথিত বিদ্যা অনুশীলনে রত, তারা আরও ঘোরতর অন্ধকারময় স্থানে গতি লাভ করে।' (ঈশোপনিষদ, মন্ত্র ৯)

দুই ধরনের বিদ্যা আছে ঃ জড় এবং চিন্ময়, অথবা ব্রহ্ম-বিদ্যা এবং জড় বিদ্যা। জড় বিদ্যা অর্থাৎ জড়জাগতিক বিদ্যা। জড় অর্থাৎ যা গতিশীল নয়। ব্রহ্ম বিদ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক বিদ্যা। আত্মা গতিশীল। আমাদের দেহ জড় এবং আত্মার মিশ্রণ। যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা আছে দেহও গতিশীল থাকবে, যেমন যতক্ষণ মানুষ কোট প্যান্ট পরে থাকে ততক্ষণ কোট এবং প্যান্ট চলাফেরা করে। মনে হয় পোশাক চলাফেরা করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ চলাফেরা করে বলেই পোশাক চলাফেরা করছে বলে মনে হয়। অনুরূপভাবে আত্মা গতিশীল বলেই দেহও গতিশীল।

প্রকৃত চালক সম্বন্ধে পড়ানো হয় না। শুধু বহিরঙ্গের গতি সম্বন্ধে জ্ঞানদান করা হয়।

যখন আমি ম্যাসাচুসেটসের প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'চালকের প্রযুক্তির পাঠ কোথায়?' কিন্তু তাদের সেই ব্যবস্থা ছিলনা। তারা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি। এই হলো অবিদ্যা।

এখানে, শ্রীঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাম্ উপাসতে। যারা জড় বিদ্যা পাঠে রত তারা অস্তিত্বের অন্ধকারতম অঞ্চলে গমন করবে। অন্ধম্ তমঃ। সমগ্র পৃথিবীতে কোন দেশে এই মুহূর্তে পারমার্থিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। এটি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থা। আধুনিক সভ্যতা মানব সমাজকে অস্তিত্বের অন্ধকারতম অঞ্চলে নিক্ষেপ করছে।

প্রকৃতপক্ষে, এটি এরূপে ঘটছে। আপনার ধনী দেশে আপনার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা

যখন ড্রাইভার গাড়ী চালান তখন গাড়ী চলে। মূর্খেরা ভাবে মোটরগাড়ী নিজেই চলছে। কিন্তু সকল যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও গাড়ী নিজে চলতে পারে না।

মানুষ ভাবে জড়াপ্রকৃতি স্বাধীনভাবে কর্ম করে, গতিশীল থাকে এবং বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টি করে। সমুদ্রতীরে আমরা ঢেউয়ের আসা যাওয়া দেখি। কিন্তু এই ঢেউগুলিও নিজে নিজে যাওয়া আসা করে না, বাতাস তাদের গতিশীল রাখে। আবার বাতাসও স্বাধীনভাবে গতিশীল নয়। এইভাবে কারণের পর কারণ খুঁজতে গিয়ে সর্বকারণের কারণ স্বরূপ কৃষ্ণকে খুঁজে পাবে। এই হলো দর্শন— পরম কারণের অনুসন্ধান।

এখানে বলা হয়েছে, অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে। অবিদ্যা বলতে বোঝায় সেই সকল মানুষকে যারা বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতি আসক্ত। তারা অবিদ্যা, অন্ধকারের উপাসক। এগুলি তাদের কোন সাহায্য করে না। এখানে প্রযুক্তির বড় বড় প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ছাত্রেরা শেখে মোটরগাড়ী কিভাবে চলে, উড়োজাহাজ কিভাবে চলে। মানুষ কত যন্ত্র তৈরী করছে। কিন্তু এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে শেখানো হয় কিভাবে চালক, জীবাত্মা গতিশীল থাকে। এই উপলব্ধির ব্যর্থতাকেই অবিদ্যা, অন্ধকার বলে।

রয়েছে। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর মানুষ তারা উৎপন্ন করছে? ছাত্ররা কেন হিপি হচ্ছে?

নেতৃবৃন্দের চিন্তা করা উচিত, 'সর্বপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও আমরা কি উৎপন্ন করছি?'

অবিদ্যার পূজা জ্ঞান নয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অতি সুন্দর গেয়েছিলেন ঃ জড় বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। জড় বিদ্যা অর্থাৎ জড় জাগতিক শিক্ষা। তিনি বলেন, এইটি মায়ার প্রভাব। যত অধিক আমরা জড় বিদ্যায় অগ্রসর হব তত অধিকরূপে আমরা ভগবৎ উপলব্ধিতে বাধা পাব। অবশেষে আমরা ঘোষণা করব, 'ভগবান মৃত। আমিই ভগবান। তুমিই ভগবান।' সব অর্থহীন।

এই অগ্রগতিকেই উদ্দেশ্য করে এখানে বলা হয়েছে ঃ অন্ধং তম। অন্ধম্ অর্থাৎ অন্ধকার। দুই ধরনের অন্ধকার রয়েছে — আলোর অনুপস্থিতি এবং অজ্ঞানতা।

জড়বাদীরা অবশ্যই অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, কিন্তু সেখানে অন্য আরেক শ্রেণী রয়েছে, তথাকথিত দার্শনিকগণ, মনোবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক এবং যোগী। এরা অধিক অন্ধকারে যাবেন কারণ এরা কৃষ্ণকে অস্বীকার করছেন। তারা ভান করেন যে, তারা পারমার্থিক জ্ঞানের চর্চা করছেন। কিন্তু তারা কৃষ্ণ বা ভগবৎ তত্ত্ববেত্তা না হওয়ায় তাদের শিক্ষার অগ্রগতি আরও বিপজ্জনক ঃ তারা মানুষকে বিপথে চালিত করছেন।

তারা কেউ কেউ বর্তমানের তথাকথিত যোগ প্রচারের দ্বারা মানুষকে বিপথে চালিত করছেন ঃ 'ধ্যান করুন এবং আপনি উপলব্ধি করবেন যে, আপনি ঈশ্বর।'

ধ্যান দ্বারা একজন ভগবান হোন। (হাস্য) দেখুন!

কৃষ্ণ কখনও ধ্যান করেননি। ধ্যান করার সুযোগই তাঁর হয়নি কারণ আবির্ভাব মুহূর্ত থেকেই কংস তাঁকে হত্যা করার জন্য ব্যবস্থা করছেন। অতঃপর তাঁর পিতা তাঁকে বৃন্দাবনে নন্দ-যশোদার গৃহে প্রেরণ করেছেন। সেখানেও তিন মাসের শিশু তিনি শুয়ে আছেন, পূতনা রাক্ষসী তাঁকে আক্রমণ করে।

ভগবান হওয়ার জন্য ধ্যান করার কোন সুযোগই কৃষ্ণের ঘটেনি। তিনি প্রথম থেকেই ঈশ্বর। এই হলেন ঈশ্বর। ভগবান ভগবান, কুকুর কুকুর। এই হলো অস্তিত্বের সূত্র।

এই মতবাদগুলি সকলই অর্থহীন ঃ স্থির হোন, শান্ত হোন এবং ভগবান হোন।

আমি কিভাবে শান্ত হব? শান্ত হবার কোন সম্ভাবনা আছে? না সেরূপ কোন সম্ভাবনা নেই।

অভিলাষশূন্য হোন

কিভাবে আমি অভিলাষ শূণ্য হব? সকলই বৃথা। আমরা কখনই অভিলাষশূন্য হব না। আমরা শান্ত হব না। কিন্তু আমাদের অভিলাষ এবং কর্মগুলিকে শুদ্ধ করতে হবে। এই হলো প্রকৃত জ্ঞান। আমরা শুধুই কৃষ্ণসেবার অভিলাষ করব। এই হলো অভিলাষের শুদ্ধিকরণ। অভিলাষশূন্য হওয়া নয়। সেটি সম্ভব নয়। কিভাবে আমি অভিলাষশূন্য হব? কিভাবে আমি শান্ত হব? অসম্ভব।

ঈশোপনিষদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের যত্নশীল হতে হবে। আমরা বলি না যে, আমরা জড় বিদ্যায় অগ্রসর হব না। আপনি অগ্রসর হতে পারেন, কিন্তু একই সঙ্গে কৃষ্ণভাবনাময় হতে হবে। এইটিই আমাদের মত।

আমরা কর্মগতভাবে কৃষ্ণের সেবায় একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত হব। সেইটিই জ্ঞান। জীবাত্মারূপে আমার তিনটি বস্তুই আছে — কর্ম, অভিলাষ, ভালোবাসার প্রবৃত্তি। সবই রয়েছে। কিন্তু এগুলি বিপথে চালিত হতে পারে। আমরা জানি না এগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার পদ্ধতি। এই হলো অবিদ্যা, অজ্ঞানতা।

ঈশোপনিষদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের যত্নশীল হতে হবে। আমরা বলি না যে, আমরা জড় বিদ্যায় অগ্রসর হব না। আপনি অগ্রসর হতে পারেন, কিন্তু একই সঙ্গে কৃষ্ণভাবনাময় হতে হবে। এইটিই আমাদের মত। আমরা বলি না যে, আপনারা গাড়ী বা যন্ত্র তৈরী করবেন না। কিন্তু আমরা বলি, 'ঠিক আছে, আপনি যন্ত্র তৈরী করেছেন। কৃষ্ণের সেবায় সেটিকে নিযুক্ত করুন।' এই হলো আমাদের প্রস্তাব। আমরা বলি না বন্ধ করুন। আমরা বলি না যে, আপনার কোন যৌন জীবন থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমরা বলি, হ্যাঁ কৃষ্ণের জন্য যৌন সম্বন্ধ করুন। কৃষ্ণভাবনাময় সন্তান উৎপাদনের জন্য আপনি শতবার যৌন সম্বন্ধ করুন। কিন্তু কুকুর বিড়াল উৎপন্ন করবেন না। এই হলো আমাদের বক্তব্য।

শিক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু যদি শিক্ষা বিকৃত হয় তা অত্যন্ত অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই শ্লোকের এইটিই তাৎপর্য। তথাকথিত শিক্ষার কোন মূল্য নেই। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী

শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ

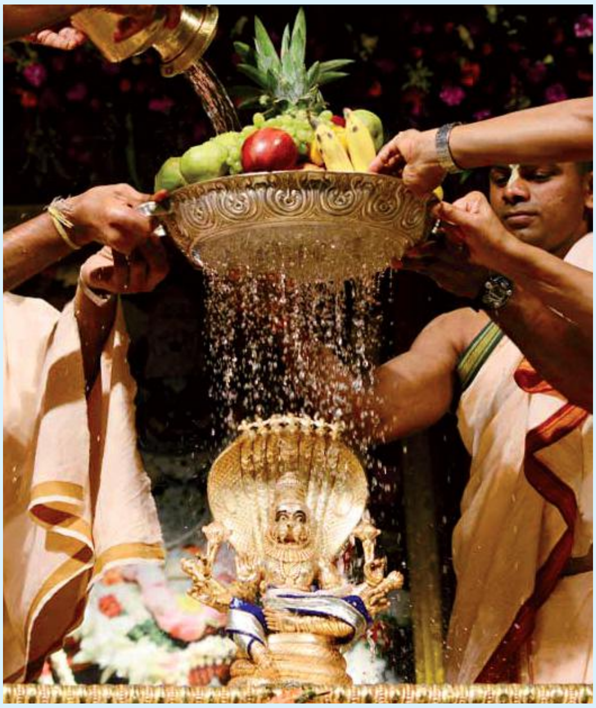

১৯৯৫ সালের ১৪ই মে ভগবান নৃসিংহদেবের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ভুবনেশ্বরে মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত প্রবচন

নৃসিংহদেব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত থাকায় কেউ তাঁর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সাহস পাচ্ছিলেন না। এমনকি লক্ষ্মীদেবীও অগ্রসর হতে পারেননি। অবশেষে ব্রহ্মা প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে অনুরোধ করেন তিনি যেন অগ্রসর হয়ে তাঁকে শান্ত করেন। অতঃপর প্রহ্লাদ মহারাজ নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন। সকলে ভীত ছিলেন কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ প্রিয় ভক্ত হওয়ায় ভগবানের ভয়ে ভীত হননি। তিনি শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে দন্ডবৎ হলেন এবং নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজের মস্তকে তাঁর শ্রীপদ্মহস্ত স্থাপন করেন। অবিলম্বে প্রহ্লাদ মহারাজ চিন্ময় জ্ঞানরূপ কৃপা প্রাপ্ত হন এবং অনেক প্রার্থনা নিবেদন করেন।

প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেন, 'আমার ন্যায় অসুর বংশজাতের পক্ষে কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথাযোগ্য প্রার্থনা করা সম্ভব? এতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মাদেবের নেতৃত্বে সকল দেবতাগণ এবং সকল মুনি ঋষিগণ সত্ত্বগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্তুতির দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি। তাহলে আমার মতো গুণহীনের সম্বন্ধে কিই বা বলা যায়?' (ভাঃ ৭।৯।৮)

লক্ষ্মীদেবী, যিনি ভগবানের শ্রীবক্ষে অবস্থান করেন তাঁর পক্ষে এটি অসম্ভব। কিন্তু ভগবানের প্রিয় ভক্তের পক্ষে তাঁর কৃপা প্রাপ্তি অত্যন্ত সহজ। ভগবান সমদর্শী। সমোহহং সর্বেষু ভূতেষু — যিনি সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থিত। ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ — আমি কাউকে দ্বেষ করি না। আমি কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করি না। আমি সকলের প্রতি সমদর্শী। কিন্তু ভক্ত তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। যে ভজন্তে তু মাম্ ভক্ত্যা — যে ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে তাঁরা আমার মধ্যে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁদের মধ্যে অবস্থান করি। যদিও তিনি পক্ষপাতিত্বহীন কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি সর্বদাই পক্ষপাতিত্ব করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৯।১৪ তে একটি বিশেষ প্রার্থনা রয়েছে,

> তদ্ যচ্ছ মন্যুমসুরশ্চ হতস্ত্বয়াদ্য
> মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিকসর্পহত্যা।
> লোকাশ্চ নির্বৃতিমিতাঃ প্রতিয়ন্তি সর্বে
> রূপং নৃসিংহ বিভয়ায় জনাঃ স্মরন্তি।।

হে ভগবান নৃসিংহদেব, তাই আপনি এখন আপনার ক্রোধ সম্বরণ করুন। কারণ আমার পিতা মহা অসুর হিরণ্যকশিপু এখন নিহত হয়েছে। সাধু ব্যক্তিও যেমন সর্প অথবা বৃশ্চিক হত্যা করে আনন্দিত হন, সমগ্র জগত এই অসুরের মৃত্যুতে পরম সন্তোষ লাভ করেছে। এখন তারা তাদের সুখ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে, এবং ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা সর্বদা আপনার এই মঙ্গলময় অবতারকে স্মরণ করবে।

হ্যাঁ, বৃশ্চিক এবং সর্পদের হত্যা করা উচিত। সাধু ব্যক্তিরা তাদের হত্যা করে আনন্দ লাভ করেন। সাধুরা কখনো অন্যান্য জীবাত্মাকে হত্যা করেন না। এই শ্লোকে বলা হয়েছে। সেইজন্য ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদা আমাদের নমস্তে নরসিংহায় প্রার্থনাটি করা উচিত। ভক্তিপথে সকল অমঙ্গল সূচক বস্তুকে নৃসিংহদেব বধ করেন, সেই হেতু আমাদের সর্বদা নৃসিংহ প্রণাম নিবেদন করা উচিত। যখন আমরা যাত্রা শুরু করি আমরা নৃসিংহ প্রণাম নিবেদন করি, সুতরাং কোন ভয় নেই, কোন বাধা নেই, ভীতিজনক কোন পরিস্থিতিই

নেই। নৃসিংহদেব আসেন এবং সকল কিছুকে নিধন করেন। আপনারা অনুধাবন করেছেন? সেই জন্য আমরা সর্বদা নৃসিংহ প্রণাম নিবেদন করি। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভক্তরা সর্বদা আপনাকে স্মরণ করে। আপনার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে এবং সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্তি লাভ করে।

তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিযোহজ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্।।

হে ভগবান, এখন আমি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবের জড় ঐশ্বর্য, যোগশক্তি, দীর্ঘ আয়ু এবং অন্যান্য জড়সুখের পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। মহাকাল রূপে আপনি এই সবই ধ্বংস করেন। তাই, আমি সেগুলি চাই না। হে ভগবান, আমি কেবল আপনার কাছে অনুরোধ করি, দয়া করে আমাকে শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্য প্রদান করুন এবং ঐকান্তিক সেবকরূপে তাঁকে সেবা করতে দিন। (ভাঃ ৭।৯।২৪)

একজন বৈষ্ণব সকল জীবাত্মার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করেন। যখন নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে মুক্তি প্রদান করতে উদ্যত হন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কেন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা এই শ্লোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোহনুপশ্যে।।

হে ভগবান নৃসিংহদেব, মুনিরা কেবল তাদের নিজেদের মুক্তির জন্য আগ্রহী। তাঁরা বড় বড় নগর এবং শহর পরিত্যাগপূর্বক মৌনব্রত অবলম্বন করে ধ্যান করার জন্য হিমালয়ে অথবা অরণ্যে গমন করেন। তাঁরা তাদের উদ্ধারের জন্য আগ্রহী নন। কিন্তু আমি, এই সমস্ত মূর্খদের ফেলে রেখে নিজের মুক্তি কামনা করি না। আমি জানি যে, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কেউই কখনো সুখী হতে পারে না। তাই আমি তাদের আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে নিয়ে আসতে চাই। (ভাঃ ৭।৯।৪৪)

সাধু এবং মুনিগণ শুধুমাত্র নিজেদের মুক্তির জন্য উৎসাহী, সাধনার জন্য নির্জন স্থানের সন্ধানে হিমালয়ে গমন করেন এবং সেখানে তারা নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধন এবং প্রায়োপবেশন করেন। অতএব, এই নরক সদৃশ গ্রহে বসবাসকারী ম্লেচ্ছ এবং যবনদের মতো জীবাত্মাদের মুক্তির জন্য কে চিন্তা করবে? নরক সদৃশ গ্রহ বলতে পাশ্চাত্য দেশকে বোঝানো হয়েছে। সাধুগণ বদ্ধ আত্মাদের দুর্গতির কথা চিন্তা করে সেখানে গিয়ে ম্লেচ্ছ, যবন এবং আসুরিক ভাবাপন্ন লোকেদের মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার এবং প্রসার করেন। প্রহ্লাদ মহারাজের ন্যায় একজন বৈষ্ণবই এটি সম্ভব করতে পারেন। অন্যথায় অন্য কারও পক্ষে এটি করা সম্ভব নয়। একজন বৈষ্ণবের হৃদয় এত দয়ালু, এত কৃপাময় যে, তিনি সকল জীবাত্মার প্রতি প্রেম অনুভব করেন এমনকি বিষ্ঠায় বসবাসকারী কীটের মুক্তির জন্যও তিনি চিন্তা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রার্থনাটি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির পরিচায়ক।

তৎ তেহর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্মপূজাঃ
কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তি জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত।।

অতএব, হে পূজ্যতম ভগবান, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ স্তব, কর্মফল অর্পণ, পূজা, কর্ম সমর্পণ, চরণযুগল স্মরণ এবং লীলা শ্রবণ — এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত কে পরমহংসগণের প্রাপ্য আপনার প্রতি ভক্তি লাভ করতে পারে? (ভাঃ ৭।৯।৫০)

এরপর শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।১০।৪ শ্লোকে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন—

অন্যথা, হে ভগবান, হে সমগ্র জগতের গুরু, আপনি আপনার ভক্তের প্রতি এতই করুণাময় যে, তাঁর পক্ষে অহিতকর কোন কিছু তাঁকে আপনি করতে দেন না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আপনার সেবার বিনিময়ে কোন জাগতিক লাভ কামনা করে, সে আপনার শুদ্ধ ভক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, সে একটি বণিক যে তার সেবার বিনিময় লাভ চায়।

যিনি ভগবানের কাছে বিনিময়ে কিছু চান তিনি ব্যবসায়ীর অতিরিক্ত কিছু নন — আমি আপনাকে এই বস্তু দিলাম। আপনি আমাকে এই বস্তু দিন। এরপর শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।১০।৬ শ্লোক।

অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতের সেই শ্লোকটি যা প্রত্যেকের প্রার্থনা করা উচিত —

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্।।

হে ভগবান, হে সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা, আপনি যদি আমাকে

আমার অভীষ্ট বর প্রদান করতে চান, তা হলে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমার হৃদয়ে কোন জড় বাসনার উদয় না হয়। (ভাঃ ৭।১০।৭)

এই প্রার্থনা নিবেদন করুন এবং যদি ভগবান এই বর প্রদান করেন সেক্ষেত্রে সকল জড় জাগতিক অভিলাষ চলে যাবে। সকলের এই প্রার্থনা করা উচিত। আমাদের এত জড়জাগতিক অভিলাষ। কে তাদের থেকে আমাদের মুক্ত করবে? সুতরাং আমাদের সকলের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত। যদি আপনি আমাকে কোন অভীষ্ট বর প্রদান করতে চান, দয়া করে সকল জড়বাসনা থেকে মুক্ত করুন যেন কোন সময়ে, কোন পরিস্থিতিতে কোন অবস্থায় আমার হৃদয়ে জড়বাসনার উদয় না হয়। যখন শ্রীনৃসিংহদেব ভগবান তাকে বরদান করতে মনস্থ করেন, প্রহ্লাদ মহারাজ এই বর চান।

প্রহ্লাদ একটি বর কামনা করেন

অতঃপর প্রহ্লাদ মহারাজ নিম্নলিখিত তিনটি বর প্রার্থনা করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন — হে পরমেশ্বর, আপনি যেহেতু অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়, তাই আমি আপনার কাছে কেবল একটি বর প্রার্থনা করি। আমি জানি যে, আমার পিতা মৃত্যুর সময় আপনার দৃষ্টিপাতের প্রভাবে পবিত্র হয়েছেন। কিন্তু আপনার অপূর্ব শক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার ফলে তিনি ভ্রান্তভাবে আপনাকে তার ভ্রাতৃঘাতী বলে মনে করে অনর্থক আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি সমস্ত জীবের পরমগুরু আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে নিন্দা করেছেন এবং আপনার ভক্তের প্রতি পাপাচরণ করেছেন। সেই সমস্ত দুস্তর পাপ থেকে আপনি তাকে পবিত্র করুন। (ভাঃ ৭।১০।১৫-১৭)

প্রহ্লাদ তার পিতার জন্য প্রার্থনা করছেন সেইজন্য তার পিতা পাপমুক্ত হলেন। অতঃপর ভগবান কি বললেন?

ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেহনঘ।
সৎ সাধোহস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ।।

পরমেশ্বর ভগবান বললেন, 'হে প্রিয় প্রহ্লাদ, হে পরম পবিত্র সাধু, তোমার পিতা পূর্বতন একবিংশতি পুরুষ সহ পবিত্র হয়েছে। যেহেতু তুমি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তাই সমস্ত কুল পবিত্র হয়েছে।' (ভাঃ ৭।১০।১৮)

প্রহ্লাদ মহারাজার ন্যায় পুত্র

যদি কোন পরিবারে প্রহ্লাদ মহারাজের ন্যায় একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তবে একবিংশতি পূর্বপুরুষও উদ্ধার হয়ে যান। একজন বৈষ্ণবপুত্র কি করতে পারেন! যদি আপনি পুত্র কামনা করেন, তাহলে প্রহ্লাদ মহারাজের মতো পুত্র তৈরী করুন। অন্যথায় সন্তান উৎপাদনের কি প্রয়োজন? শূকরেরা একশ সন্তান প্রসব করে এবং সকলে বিষ্ঠাহার করে। এটি অর্থহীন। যদি সন্তান উৎপাদন করেন, প্রহ্লাদ মহারাজের ন্যায় এক পুত্র উৎপাদন করুন তবেই তার পিতামাতা মহিমান্বিত হবেন। তিনিই প্রকৃত পিতা এবং তিনিই প্রকৃত মাতা। অন্যথায় তারা শূকর পিতা এবং শূকর মাতা যারা শুধুই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে নিয়োজিত, অন্যকিছু নয়। সেক্ষেত্রে আপনারা সব ঘৃণ্য জারজ শূকররূপী সন্তান উৎপাদন করছেন যারা বিষ্ঠাহার করে। শূকরেরাও শত সন্তান উৎপাদন করে। কেন আপনারা এইরূপ সন্তান উৎপাদন করবেন? এইরূপ সন্তান উৎপাদনের কোন প্রয়োজন নেই। যদি আপনি বিবাহ করেন সেক্ষেত্রে বিবাহের পরে প্রহ্লাদের ন্যায় পুত্র, একজন বৈষ্ণব উৎপন্ন করুন। তবেই পিতা-মাতা মহিমান্বিত হবেন। নতুবা তিরস্কৃত হবেন।

প্রহ্লাদ মহারাজের এমন অনেক প্রার্থনা রয়েছে। আমাদেরও ভগবানের কাছে এইরূপ প্রার্থনা করা উচিত। বিশেষতঃ এই মঙ্গলময় তিথিতে শ্রীজগন্নাথ, যিনি শ্রীনৃসিংহদেবরূপ ধারণ করেছেন তাঁর নিকট আমাদের প্রার্থনা করা উচিত — কৃপাপূর্বক আমাকে আপনার আবির্ভাব তিথিতে এই মঙ্গলময় দিবসে এই বর প্রদান করুন যেন কোন জড়বাসনা আমার মনে উদয় না হয়। কৃপা করে সকল জড়বাসনা থেকে আমাকে মুক্ত করুন। সেইহেতু এই মঙ্গলময় তিথিতে সকল ভক্তগণ উপবাস করে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রার্থনা করেন।

আজ শ্রীনৃসিংহদেব অত্যন্ত কৃপাময়, সুতরাং প্রার্থনা করুন — 'দয়া করে আমাকে এই বর প্রদান করুন, হে পরম করুণাময় শ্রীনৃসিংহদেব ভগবান, আপনার এই মঙ্গলময় আবির্ভাব তিথিতে যেন কোন সময়, কোন অবস্থায়, কোন পরিস্থিতিতে আমার মনে কোন জড়বাসনার উদ্রেক না হয়। দয়া করে আমায় এই বর প্রদান করুন। আমি শুধু এই বরই কামনা করি যেন আপনার প্রতি আমার মনে শুদ্ধভক্তির উদয় হয়, দয়াপূর্বক এই প্রার্থনা স্বীকার করুন।' আপনি এই একটিই প্রার্থনা করতে পারেন। প্রত্যেকেরই এই প্রার্থনা করা উচিত। আপনার মনে এত অভিলাষ রয়েছে। শ্রীনৃসিংহদেব ভগবান আজ বড় কৃপাময়, তিনি নিশ্চয়ই এই বর প্রদান করবেন। ভগবান অসীম এবং তাঁর কথাও অসীম। আমি কামনা করি, ভগবানের প্রতি আপনাদের মনে শুদ্ধভক্তির উদয় হোক এবং ভক্তিপথে সকল অমঙ্গলসূচক বাধাবিপত্তি ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব ধ্বংস করুন। **ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব কি জয়! ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়!**

প্রশ্ন ১। বেদে কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে? বেদে তো ভগবানকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে? *—অনন্ত দাস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া*

উত্তর ঃ 'বেদ' কথাটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা সে জ্ঞান প্রাপ্ত হন শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে।

অথর্ব বেদে সেই কথা বলা হয়েছে — যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ। — অর্থাৎ, 'ব্রহ্মা, যিনি পূর্বকালে জগতে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞান তিনি সৃষ্টির আদিতে যাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হন, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।' (অথর্ব বেদ)

মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পুরুষোত্তম যোগ অধ্যায়ে (১৫/১৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বিবৃত করেছেন — বেদৈশ্চ সর্বৈঃ অহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।। আমি সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য বিষয়, আমি সমস্ত বেদান্তকর্তা ও বেদবেত্তা। (গীতা)

ঋক বেদে বলা হয়েছে — ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণো হা উ কর্মাদিমূলং কৃষ্ণঃ স হ সর্বৈকার্যঃ কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ কৃষ্ণোহনাদিস্তস্মিন্ন-জাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী।।

অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণই সৎ, চিদ্ ও আনন্দঘন ব্যক্তিত্ব, শ্রীকৃষ্ণই আদি পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কর্মের মূল, শ্রীকৃষ্ণ সর্বকার্যের উৎস। শ্রীকৃষ্ণ সকলের একমাত্র প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি ঈশ্বর প্রমুখ দেবগণের প্রভু এবং পূজ্য। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত আদিরও আদি যা অনাদি। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাইরে যত মঙ্গল, কৃষ্ণসেবক কৃতী ব্যক্তি সেই সমস্ত মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণেই লাভ করে থাকেন।' (ঋক্ বেদ)

এই রকম ভুরি ভুরি শাস্ত্রবাক্যের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলে বেদে উল্লেখ থাকলেও বর্তমান কলিযুগের দুর্বুদ্ধি ও হীনবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান না বলে 'জীব ভগবান' 'মানুষই ভগবান' 'বৈজ্ঞানিকই ভগবান' 'কালী দুর্গা ভগবান' 'নিরাকার ব্রহ্মই ভগবান' 'অমুক বাবা ভগবান' 'আমি ভগবান' 'মা-বাবাই ভগবান'— এইভাবে অসংখ্য মনগড়া গাদা গাদা ভগবানকে আবিষ্কার করে চলেছে। এমনকি কলিযুগের মানুষের মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, বেদে শ্রীকৃষ্ণের কথা নাও থাকতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে সর্ববেদে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলা হয়েছে। অন্য কাউকে নয়। ব্রহ্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গজ্যোতি মাত্র।

প্রশ্ন ২। অহল্যা, তারা, মন্দোদরী, কুন্তী, দ্রৌপদী — পঞ্চসতী কিভাবে? সীতা বা অনসূয়ার নাম নেই কেন?

—বিশ্বম্ভর দাস, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

উত্তর ঃ সীতা, অনসূয়া, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, দেবহূতি প্রমুখ অসংখ্য সতী মহীয়সী নারী রয়েছেন, তাঁদের চরিত্র পবিত্র বলে সবাই মনে করে এবং তাঁদের নামে কেউ আজেবাজে কথা বলবে না। কিন্তু যে সব চরিত্র সম্বন্ধে কলিযুগের মানুষদের ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে, যারা নিজেদের অভক্তি মূলক মনগড়া যুক্তিতে অন্যদের চরিত্রে দোষ আরোপ করে অপরাধের ভাগী হয়, কিংবা মহাজন স্বীকৃত সতীদের নাম করে তাদের অনুকরণ করে নিজেদের কদাচারগুলোও যথার্থ বলে মনে করে, কলিগ্রস্ত সেই সব মানুষ বোঝে না এই ভগবদ্ভক্তি পরায়না নারীদের মহানতা। অহল্যা, তারা, মন্দোদরী, কুন্তী, দ্রৌপদী — তাঁরা মহাতপস্বিনী, ভগবদ্ভক্ত, কর্তব্যপরায়ণা, দায়িত্বশীলা, কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিত্ব। মানুষ সেই গুণগুলি অর্জন করতে সহজে পারে না। কেবল আজেবাজে মন্তব্য করে বা মন্তব্য শুনে। এভাবে লোকে অপরাধী যাতে না হয়, সেই জন্যে এই পঞ্চসতীর নাম উল্লেখ করে কোনও কোনও মহাত্মা তাঁদের বন্দনা করতে বলেছেন।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

পরলোকে সুগম যাত্রা

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

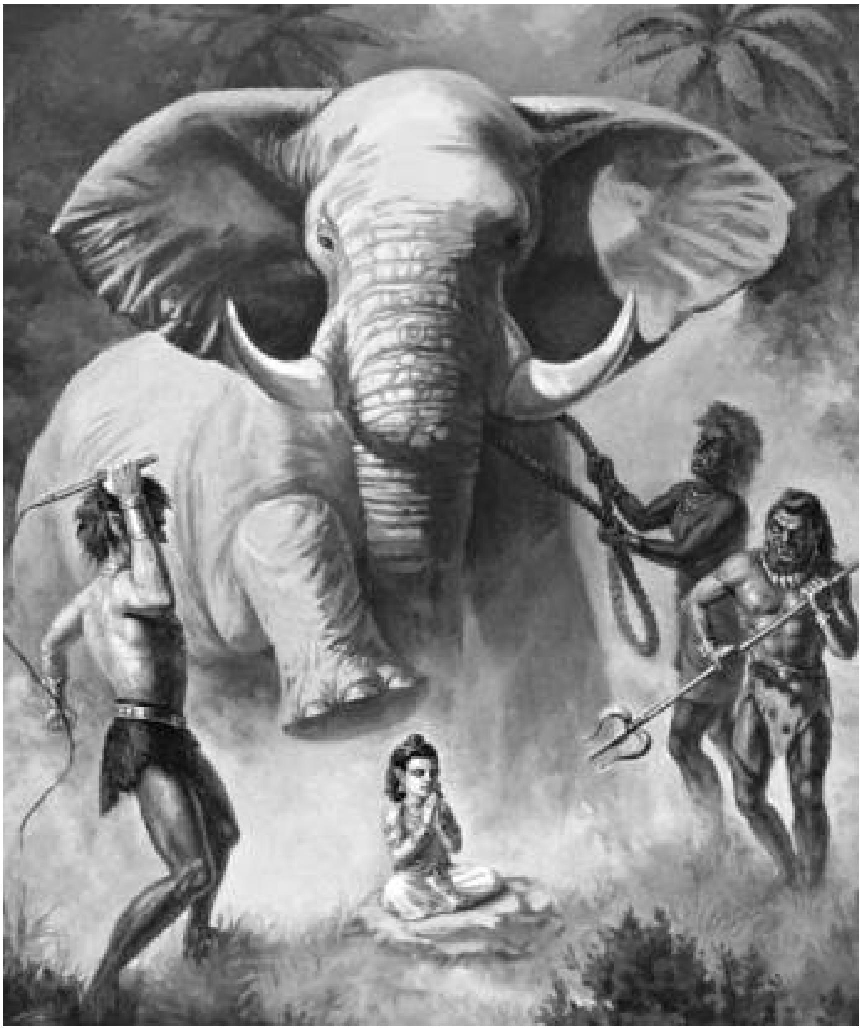

আমরা বিখ্যাত পুরুষ এবং মহিলার রাজা এবং রাণীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করার পরিকল্পনা সম্বলিত বহু গল্প শুনেছি। তাদের জন্য জীবন মূল্যবান এবং এর সুরক্ষার জন্য তারা অজেয় দুর্গ প্রস্তুত করার প্রয়াস করেন যাতে প্রাণঘাতী ভয়ঙ্কর শত্রু যেমন ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা যায়। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই শত্রু এত শক্তিশালী যে, অপ্রতিরোধ্যভাবে সকলকেই এই শত্রুর নিকট সমর্পন করতে হয়।

যখন শ্রীল প্রভুপাদ পাশ্চাত্য দেশে গমন করেছিলেন বৈদিক শাস্ত্রের বাণী প্রচার করার জন্য তখন এক ব্যক্তি প্রভুপাদকে বিরোধ করে বলেছিলেন, 'ভারতীয়রা দরিদ্র তাই সেখানে মৃত্যুর হার এত বেশী?' শ্রীল প্রভুপাদ তৎক্ষণাৎ এর উত্তর দিয়েছিলেন, 'মৃত্যুর হার সমগ্র পৃথিবীতে একশ শতাংশ।' যে জন্ম গ্রহণ করেছে আজ না হলেও কাল তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে।

সুতরাং মৃত্যু যখন দ্বার প্রান্তে করাঘাত করে তখন কি করা উচিত? আমাদের কি ভীত হওয়া উচিত এবং পর্দার অন্তরালে থাকা বাঞ্ছনীয় অথবা স্থির দৃষ্টিতে দৃপ্ত কণ্ঠে বলা উচিত, 'হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত?' এই রকম নির্ভীকতা তখনই প্রাপ্ত করা সম্ভব যখন আমরা জীবনের পরম সত্যটিকে মেনে নেওয়ার জন্য পুনঃ প্রস্তুতি গ্রহণ করবো।

প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর নিকট ভয়হীন ছিল, যিনি তাকে হত্যা করার জন্য সমস্ত রকম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, কারণ প্রহ্লাদ মৃত্যুকে ভয় করতেন না। বস্তুতপক্ষে প্রহ্লাদ কখনো আত্মরক্ষার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেননি, প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানকে স্মরণ করতেন অসীম আনন্দ লাভের জন্য। কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারে না। অন্যরা শুধুমাত্র আমাদের দৈহিক পীড়া দিতে প্রয়াস করে অথবা এটিকে ধ্বংস করতে প্রয়াস করে যা কালের প্রভাবে এক দিন এমনিতেই ধ্বংস হবে।

শ্রীমদ্ভাগবত আমাদেরকে পরীক্ষিত নামে এক রাজার কথা বলে যে, তিনি তাঁর মৃত্যু আসন্ন জেনেও কি রকম

নির্বিকার ছিলেন। তিনি কিভাবে এই মৃত্যুকে উপেক্ষা করা যায় তার পরিকল্পনার পরিবর্তে একে গৌরবময়ভাবে স্বাগত জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং তাই তিনি পন্ডিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের আহ্বান করেন যাতে করে তারা তাকে এই মৃত্যুকে নায়কোচিতভাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করেন।

রাজা পরীক্ষিত শৃঙ্গী নামক একজন ব্রাহ্মণ বালক দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন যে, সাতদিনের মধ্যে বিষধর সর্পের দংশনে তার মৃত্যু হবে। শৃঙ্গী ক্রোধিত হয়েছিলেন কারণ রাজা তার পিতাকে অপমান করেছিলেন। এটা সত্য যে, রাজার আচরণ যথাযথ ছিল না কিন্তু অপরাধ এত গভীরও ছিল না যাতে তাঁর প্রাণদন্ড হতে পারে।

শাস্ত্র এবং মহান আচার্যগণ এর ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ব্রাহ্মণ বালকটি তার ক্ষমতার অপব্যাবহার করেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা থেকেই ব্রাহ্মণদের পতনের শুরু হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগত থেকে অপ্রকট হয়েছিলেন এবং কলিযুগ শুরু হয় পতনের মধ্য দিয়ে। শৃঙ্গীর ক্ষমতার অপব্যবহার এটা প্রমাণ করে কলিযুগ ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম রাখতে বৈদিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠিত ও অপরিবর্তনীয় ধর্মীয় রীতিনীতিগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল।

পরীক্ষিত মহারাজ একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর অভিসম্পাতকে খন্ডন করার ক্ষমতা ছিল এমনকি শৃঙ্গীকেও তিনি অভিসম্পাত করতে পারতেন। কিন্তু সানন্দে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তিনি ভাবলেন, হতে পারে এটি সময়ের আহ্বান যার ডাকে আমাকে এই মরণশীল জগত ত্যাগ করতে হবে। তাহলে আমি একে কেন আলিঙ্গন করব না? তাই তিনি কোন কালক্ষেপ না করে রাজত্ব, পরিবার পরিজন সকলই ত্যাগ করে ঋষিদের নিকট পন্থার খোঁজে গমন করলেন।

মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, যদিও এই জন্ম অন্যান্যদের মতো অস্থায়ী তথাপি মনুষ্য জন্ম অতি অর্থপূর্ণ কারণ যে কেউ এই জন্মে পারমার্থিক সেবামূলক কর্ম সম্পাদন করতে পারে। এমন কি স্বল্পমাত্রায় ঐকান্তিক পারমার্থিক সেবাও কাউকে পূর্ণ শুদ্ধতা প্রদান করতে পারে।

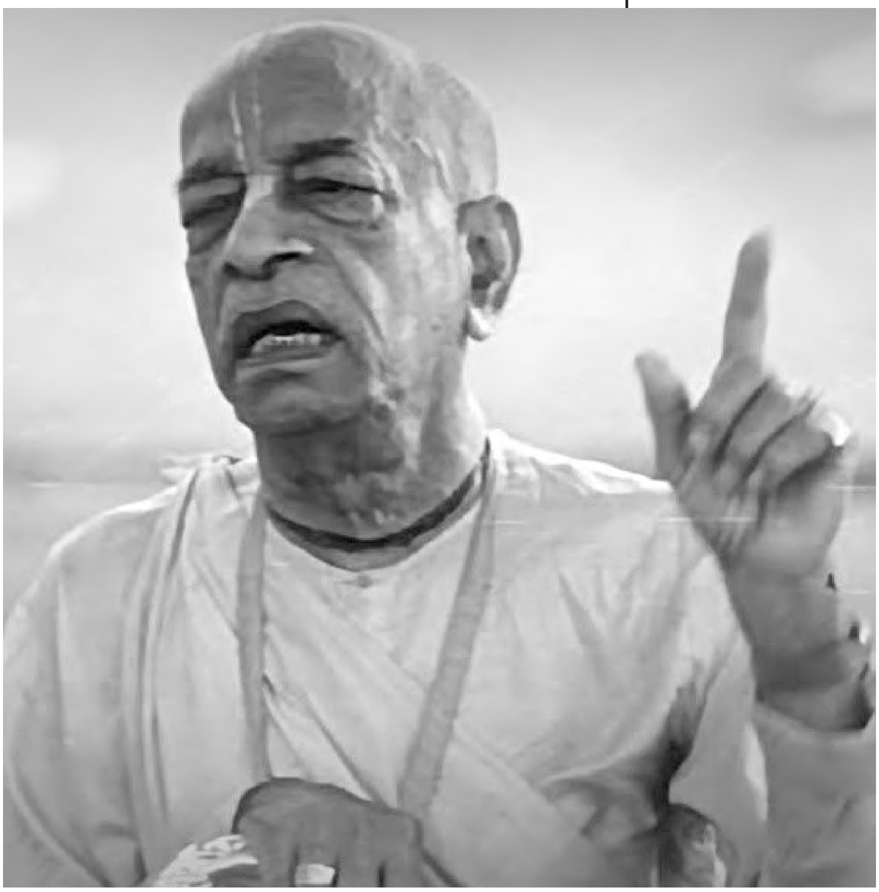

ঋষিগণের সভাতে ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী ছিলেন, যিনি একজন পরম তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি। তাঁর নিকটে গিয়ে রাজা বললেন, 'আপনি মহামুনি এবং ভক্তদের আধ্যাত্মিক গুরু। আমি তাই আপনার নিকট প্রার্থনা করছি জীবসকলের জন্য শুদ্ধতার পন্থা প্রদর্শন করুন বিশেষ করে যারা মৃত্যুপথযাত্রী।' (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৯।৩৭)

এখানে আমরা দেখতে পাই যে মৃত্যুপথযাত্রী রাজা ঋষির কাছে কোন বর বা মন্ত্রের প্রার্থনা করেননি যাতে করে তার প্রাণরক্ষা হয়। আমরা সাধারণত দেখতে পাই লোকেরা ভগবানের বা ঋষিমুনিদের কাছে যায় অগণিত ভৌতিক বর প্রাপ্তির জন্য, যেমন সম্পদ, স্বাস্থ্য, সাফল্য, সুরক্ষা এবং দীর্ঘ জীবন ইত্যাদি। কিন্তু রাজা এই ভৌতিক

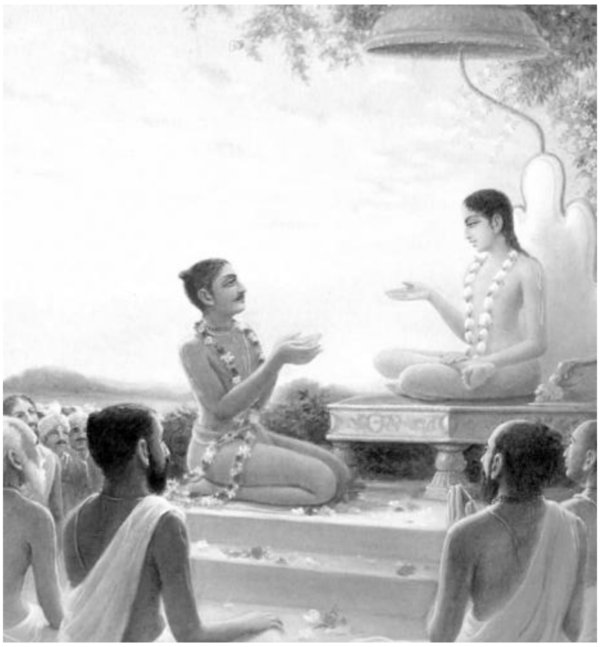

মৃত্যুশীল জড় শরীর ত্যাগের সর্বোত্তম পন্থার প্রার্থনা করেছিলেন। রাজা মৃত্যুকে ভয় পাননি কারণ তিনি অবগত ছিলেন যে, মৃত্যুর পরও জীবন আছে। মৃত্যু শরীরকে ধ্বংস করে কিন্তু আত্মাকে ধ্বংস করতে পারে না, কারণ আত্মা অবিনশ্বর।

শুকদেব গোস্বামী এই পারমার্থিক প্রশ্ন শ্রবণ করে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'হে ভরত রাজার বংশধর, যদি কেউ দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই পরম পুরুষোত্তম, সর্বনিয়ন্তা, সর্বদুঃখ নিবারণকারী ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্তন করতে হবে। মনুষ্যজীবনের সর্বোচ্চ শুদ্ধতা অর্জন করার পথ হচ্ছে বস্তু এবং আত্মা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। অতীন্দ্রিয় শক্তির অভ্যাস, পেশাগত কর্তব্যের পূর্ণ পালন এবং জীবনের শেষে পরমপুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি পূর্ণ শরণাগতি।' (শ্রীমদ্ভাগবত ২। ১৫। ৬)

মৃত্যু নিশ্চিত। আমরা কেউই একে এড়াতে পারি না। তাই ভয় পাওয়ার পরিবর্তে আমাদের এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। জীবন হচ্ছে প্রস্তুতি পর্ব এবং মৃত্যু হচ্ছে চূড়ান্ত পরীক্ষা। আমাদের বর্তমান জীবনধারার ওপর পরবর্তী গন্তব্য নির্ভর করে। কিভাবে পারমার্থিক জীবন যাপন করা যায় তা ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণনা করা আছে। এই পবিত্র গ্রন্থগুলি আমাদেরকে প্রদান করা হয় যাতে করে আমরা জানতে পারি কোন্ কর্ম আমাদের করণীয় এবং অকরণীয় এছাড়াও মৃত্যুলোক গমনের সুগম পন্থাও জানা যায়। যদি আমরা এই নির্দেশগুলি মেনে চলি তাহলে সমস্ত জীবন আমরা সুখে থাকবো এবং এই জড়জগতকে বিদায় জানিয়ে গৌরবময় গন্তব্যের জন্যও নিশ্চিত থাকবো।

রাজা পরীক্ষিত অবশেষে বিষধর সর্পের দংশনে আক্রান্ত হন এবং ঋষিতুল্য রাজার দেহ সর্পের বিষে জর্জরিত হয়ে ছাইতে পরিণত হয়। (শ্রীমদ্ভাগবত ২। ১৬। ১৩) রাজা মৃত্যুকে পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন কারণ এই নশ্বর দেহ এবং নশ্বর জগত ত্যাগ করে গৌরবময় গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন।

প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদের উপদেশ দেন, 'মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, যদিও এই জন্ম অন্যান্যদের মতো অস্থায়ী তথাপি মনুষ্য জন্ম অতি অর্থপূর্ণ কারণ যে কেউ এই জন্মে পারমার্থিক সেবামূলক কর্ম সম্পাদন করতে পারে। এমন কি স্বল্পমাত্রায় ঐকান্তিক পারমার্থিক সেবাও কাউকে পূর্ণ শুদ্ধতা প্রদান করতে পারে।' (শ্রীমদ্ভাগবত ৭। ৬। ১)

রাজা জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি সাতদিনের মধ্যে মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হবেন তাই তাঁর শেষ দিনগুলিতে ভগবানের পূর্ণ শরণাগতিতে নিমগ্ন ছিলেন কিন্তু আমরা জানি না কবে আমাদের মৃত্যু আসবে।

তাই জীবনের চরম সত্যকে আহবান করার জন্য আমাদের সর্বদাই প্রস্তুতি নেওয়া উচিত নয় কি?

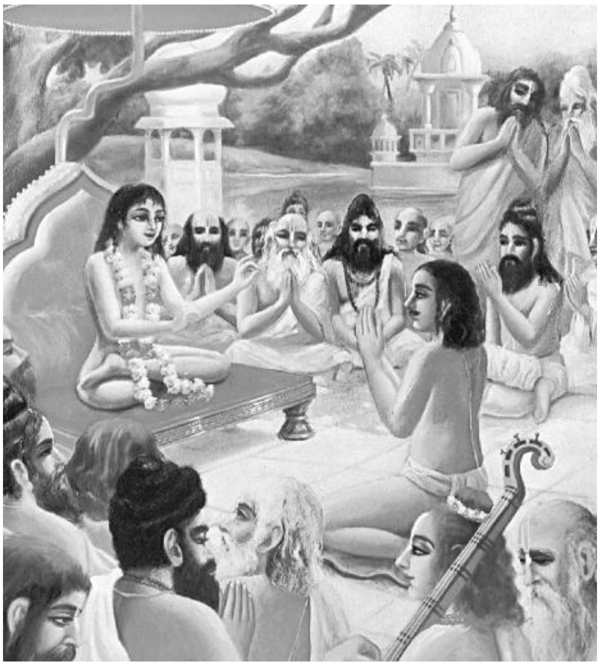

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই. বি. এম.-এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http:/krishnamagic.blogshot.co.uk/

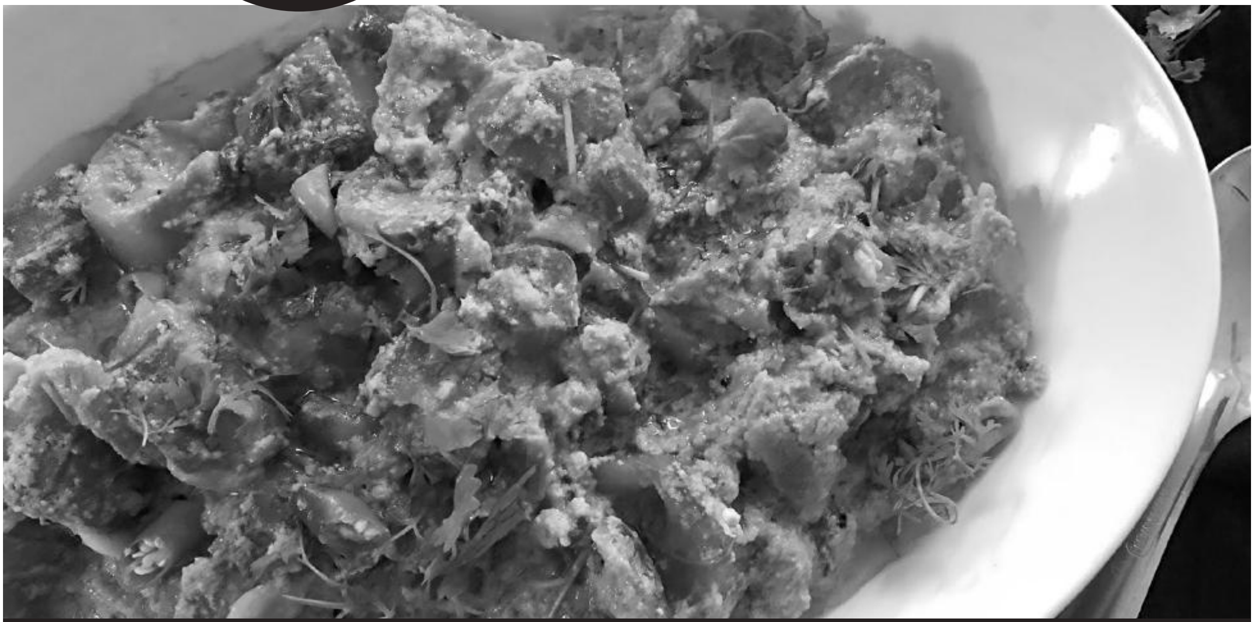

থানকুনি ঝিঙ্গে রসা

উপকরণ ঃ ঝিঙ্গে ৫০০ গ্রাম। আলু বড়ো আকারের ২টি। থানকুনি পাতা ১ কাপ। গোটা জিরা ২ চা-চামচ। ধনেগুঁড়ো ২ চা-চামচ। জিরাগুঁড়ো ২ চা-চামচ। লবণ ও হলুদ পরিমাণ মতো। গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ। আদা বাটা ২ চা-চামচ। তেল পরিমাণ মতো। পনির ২০০ গ্রাম। চিনি ১ চিমটি।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ ঝিঙ্গে ও আলু ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে ফালি ফালি করে আমান্য করে নিন। থানকুনি পাতা ধুয়ে বেটে নিন। পনির টুকরো টুকরো করে ভেজে নিন।

কড়াই উনানে বসিয়ে গরম করুন। তারপর তাতে তেল দিয়ে আলু ভেজে নিয়ে তুলে রাখুন। ঐ তেলে গোটা জিরে ফোড়ণ দিয়ে ঝিঙ্গে টুকরো গুলো দিন। হলুদ দিন। খুন্তিতে নাড়িয়ে একটু ভেজে নিন।

তারপর আলুভাজাগুলো দিয়ে নাড়িয়ে, আদাবাটা দিয়ে নাড়িয়ে দিন। তারপর চিনি, গোলমরিচ গুঁড়ো, জিরাগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, থানকুনি পাতাবাটা দিয়ে পাঁচ মিনিট কষিয়ে নিয়ে পরিমান মতো জল দিয়ে ঢাকনা চাপা দিন। তারও পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন।

এই ঝিঙ্গে রসা গরম অন্নের সাথে থালাবাটিতে সাজিয়ে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরকে নিবেদন করুন।

— রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

ইসকন যুবকেরা তাঁপা পাইরেট শোভাযাত্রায় ৩,০০,০০০ মহামন্ত্রের সূচনা করলেন

মাধব দাস ঃ আশিজনেরও বেশী ইসকন ভক্ত এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভক্তরা ২৬শে জানুয়ারী ফ্লোরিডাতে তাঁপায় পাইরেটদের গ্যাস পরিলা শোভাযাত্রাতে ভগবান জগন্নাথ দেবকে এনেছিলেন এবং প্রায় তিন থেকে চার লক্ষ উদ্ঘাটকের মধ্যে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বিতরণ করা হয়।

এটি ছিল ভক্তদের এই শোভাযাত্রায় অংশগহণের দ্বিতীয় বর্ষ যেটি বহুল গ্যাসপারিলা পাইরেট উৎসবের অংশ যার মূল ভাবনা হচ্ছে স্পানিশের বিখ্যাত পৌরাণিক পাইরেট জোশ আসপারের মহিমা।

এটি ভদ্রদাসের প্রচেষ্টায় তার রথযাত্রার অংশ হিসাবে সংগঠিত হয়েছিল। ফ্লোরিডাতে নয়টি রথযাত্রাতে স্থাপন করা হয়েছিল। এছাড়াও পুয়ার্তোরিকো এবং ডোমিনাকান রিপাব্লিকেও পালিত হয়।

পূর্বে ভদ্রদাস লোকনাথ স্বামী মহারাজের সঙ্গে ভারতবর্ষে শ্রীল প্রভুপাদের ১৯৯৬ সালে শতবর্ষ মূল রথযাত্রা উৎসব সংগঠনে প্রভুত সহায়তা করেন।

শ্যামলী বলেন, 'এটি একে অপরের সান্নিধ্যে আমার এক অপূর্ব মাধ্যম। আমি অনুভব করি যে, আমাদের সম্প্রদায়ে আমারা সৌভাগ্যবান যে, আমাদের সেই সমস্ত রকমের উৎসব বর্তমান যাতে করে আমাদেরকে সেবাতে একত্রিত করে।'

উত্তর আমেরিকায় পরবর্তী প্রজন্মের একত্রিতকরণকে প্রাধান্য

ইসকন নিউজ ঃ গত জানুয়ারী মাসে উত্তর আমেরিকা ইসকন মন্দির অধ্যক্ষ সভাতে যে মূল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয় তা হলো পরবর্তী প্রজন্মের যুবকগণকে একত্রিত করা এবং বাস্তবিক পদক্ষেপের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মকে ইসকন মন্দিরের সর্বস্তরের কর্মকান্ডে নিযুক্ত করা।

ইসকন ইয়ুথ মিনিষ্টার মনোরমা দাস এই প্রয়াসকে বলেন, 'উৎসাহব্যঞ্জক' এবং আরও বলেন যে, এই প্রয়াসকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তিনি অত্যন্ত খুশী।

১৭ থেকে ২০ জানুয়ারী পর্যন্ত ইসকন ওয়াশিংটন ডি.সি. সন্নিকটে রকউড্ ম্যানোরে অনুষ্ঠিত এই সভাতে প্রায় পঞ্চাশ জন মন্দির অধ্যক্ষ, জিবিসি সদস্যগণ সহায়ক অফিস নেতৃবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

প্রথমেই নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এবং একটি সূচী প্রদান করা হয় যাতে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তারা অবগত হতে পারেন। সভাতে তারা ছয় এবং তার থেকে কম ক্ষেত্রীয় দলে বিভক্ত হয়ে উত্তর আমেরিকার সহায়ক অফিস প্রতিনিধি বর্গের সঙ্গে প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করবেন।

ইয়ুথ মিনিষ্ট্রি টেবিলে মনোরমা এবং মাধব দাস, নির্দেশক হারমোনি কালেরিড, ইস্‌পালানি মিচিগান তাদের আগাম বৎসরের মধ্যে উত্তর আমেরিকার ইসকন মন্দিরগুলিতে পরবর্তী প্রজন্মের যুবকদেরকে কিভাবে সংযুক্ত করা যায়, চার স্তরীয় পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন।

বসন্ত পঞ্চমীতে সংকীর্তন ক্ষেত্র আহমেদাবাদে উজ্জ্বলভাবে বিকশিত

হরেশ গোবিন্দ দাস ঃ সংকীর্তন ক্ষেত্র গুজরাটের আহমেদাবাদে এই বসন্ত পঞ্চমীতে বসন্তের প্রথম দিনে উজ্জ্বলভাবে বিকশিত হলো। ইসকন আমেদাবাদের প্রায় শতাধিক ভক্ত মন্দিরের চতুর্থ মাসিক সংকীর্তন উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল।

শনিবার ৯ই ফেব্রুয়ারী বৈশেষিক দাস, ইসকন আহমেদাবাদ মন্দিরের গ্রন্থ বিতরণ দলকে গ্রন্থ বিতরণের এক দার্শনিক গুরুত্ব এবং ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদর্শনের জন্য একটি আলোচনায় অংশ নেন।

কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর অংশগ্রহণকারী সমস্ত ভক্তরা একটি দলগত ছবি তোলেন। তারপর একটি ছোট কীর্তন দল শপিং মলের কেন্দ্রস্থলে এক উৎসাহ ব্যঞ্জক সুর সহযোগে কীর্তন শুরু করেন এবং দর্শকদেরকে ভগবানের দিব্য নামের সঙ্গে নৃত্য করার জন্য আহ্বান করেন।

অন্য এক ক্ষুদ্রদল একটি সুদৃশ্য বুকস্টল কীর্তন দলের দক্ষিণদিকে ফেরী করেন এবং আগত সমস্ত দর্শনার্থীদের গ্রন্থ প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে সখ্যতা বিনিময় করেন। দলের বাকী সদস্যরা এবং শিশুরাও হাতে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ নিয়ে সমগ্র শপিং মলে বিতরণের জন্য ঘুরতে থাকেন। ঠিক তখনই ভেল্কিবাজী ঘটে যায়।

যখন প্রাথমিকভাবে অনেক ভক্ত গ্রন্থ বিতরণের জন্য সংকোচ করছিলেন শীঘ্রই তারা নিজেদেরকে চ্যালেঞ্জ জানায় এই সংকোচ থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত হতে। বৈশেষিক দাস দ্বারা শেখানো প্রত্যক্ষ এবং বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে ভক্তরা বিনীতভাবে সকলকে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ প্রদর্শন করেন এবং তাদের সর্বোত্তম দক্ষতার উপায়গুলিকে প্রয়োগ করে গ্রন্থ বিতরণকে সহজ এবং আনন্দদায়ক করে তোলেন।

শীঘ্রই অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হয়। সেবার নিমিত্তে সেবার আশ্রয় গ্রহণ করে ভক্তরা মধ্য গগনের উত্তাপ, কোলাহল, ধুলা, দুর্গন্ধে ভরা বাজার এলাকার ভীত এবং নিজ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে প্রায় দুই ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর দলগতভবে তারা ১৮১টি বড় গ্রন্থ এবং ৩৮৭টি ছোট গ্রন্থ বিতরণ হয় এবং ৩৫,৩৭৫ অর্থসংগ্রহ হয় এবং এমন অনেক ব্যক্তির সঙ্গে সখ্যতা হয় যারা অন্যভাবে উপেক্ষিত হতে পারত।

এই মাসিক সংকীর্তন উৎসব যে, মূল্যবান তা আবার একবার প্রমাণ করল এইভাবে যে এটি শুধুমাত্র ইসকন মন্দিরগুলির বই বিতরণের মাত্রাই নির্ধারিত করে না, তাদের প্রচারকেও উৎসাহমূলক এবং গঠনাত্মকভাবে নিয়োজিত করে।

ইসকন ক্রোয়েশিয়ার সম্প্রচার সফল

ইসকন নিউজ ঃ ইসকন ক্রোয়েশিয়ার সম্প্রচার সাফল্য হচ্ছে যেমন দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে, সরকারী আমলাবর্গের সঙ্গে এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাত করা, অভূতপূর্বভাবে সমস্ত ধারণাকে ছাপিয়ে ক্রোয়েশিয়ার ইসকন জাগ্রেব মন্দির (নোড়া জলদূত) -এর ছোট্ট একটি ভক্তদল বিরাট সাফল্য পায়।

সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে সফল সম্প্রচার হচ্ছে ভারতীয় দূতাবাসে নূতন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ হওয়ার পর তাঁর সাথে বিনিময় সুসম্পর্ক স্থাপন। বিগত তিন বছরে এই সম্পর্ক এমন গভীরে পৌঁছায় যে, ভক্তরা না শুধুমাত্র দূতাবাস দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পায়, এমন কি দূতাবাসে কর্মরত কর্মচারীদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্কও গড়ে ওঠে।

জাগ্রেব রথযাত্রা যা তিন বছর আগে শুরু হয়েছিল তাতে দূতাবাস ভক্তদের জন্য এক মুখ্য এবং বিশেষ সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নতুন রাষ্ট্রদূত আসার পর ইসকন সম্প্রচার দল ছিল তার সঙ্গে সাক্ষাত করার প্রথম দল।

কুম্ভমেলাতে ইসকন ক্যাম্প হাজার হাজার গ্রন্থ এবং প্রসাদ বিতরণ করল

মাধব দাস ঃ শ্রীল প্রভুপাদের উদাহরণকে অনুসরণ করে ইসকন ভক্তরা ১৫ই জানুয়ারী থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রয়াগরাজে (এলাহাবাদ) অনুষ্ঠিত অর্ধকুম্ভ মেলাতে ভগবানের দিব্যনাম, প্রভুপাদ গ্রন্থ এবং প্রসাদ বিতরণ করল।

কুম্ভমেলা বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং সমষ্টিগত বিশ্বাসের এক মহা সমাবেশ যেখানে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়েছিল যা যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ।

কুম্ভমেলা ১২ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের চারটি বিশেষ পবিত্র স্থানে ক্রমানুসারে চারবার পালিত হয়। গোদাবরী নদীতটে নাসিকে (মহারাষ্ট্র), শিপ্রা নদীতটে উজ্জয়িনীতে (মধ্যপ্রদেশ), হরিদ্বারে গঙ্গাতটে (উত্তরাখন্ড) এবং গঙ্গা-যমুনা সরস্বতীর মিলস্থল প্রয়াগরাজে (উত্তর প্রদেশ)।

বিভিন্ন ধারা পন্থির অসংখ্য সাধুসন্তরা পবিত্র নদীতে স্নানের জন্য আসেন যারা বিশ্বাস করেন এঁর ফলে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং ধর্ম সাংগঠনিক আলোচনা করেন। তীর্থযাত্রীরা আসেন সাধুদের দর্শন করতে এবং ভক্তিকথা শ্রবণ করতে যাতে করে তাদের পারমার্থিক প্রগতি হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ নিজে ১৯৭১ সালে তার শিষ্যবর্গের সঙ্গে অর্ধকুম্ভ মেলাতে অংশগ্রহণ করেন, ১৯৭৭ সালে পূর্ণ কুম্ভমেলাতে অংশগ্রহণ করেন এবং ভক্তিমূলক সেবা ও ভক্তির বাণী প্রচার করেন।

বহু বৎসর যাবৎ ইসকন ভক্তরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই মেলাতে অংশগ্রহণ করে আসছে। এই বৎসর সারা বিশ্ব এবং সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে প্রায় তিন হাজার ভক্ত গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী, লোকনাথ স্বামী এবং রাধানাথ স্বামী সহযোগে মেলাতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রত্যেক বারের ন্যায় এবছরও কুম্ভমেলাতে ইসকন সাতাশি কলোনী সমন্বিত তাঁবু শহরে নিজস্ব বিশাল তাঁবুর আয়োজন করে, যেখানে প্রত্যেক তাঁবুতে প্রায় ২০০০ লোক থাকতে পারে।

ইসকন ক্যাম্পে ঢোকার মুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চিত্র সহযোগে প্রবেশদ্বার সজ্জিত করা হয়। ভেতরে বুকস্টল, বড় রান্নাঘর, প্রসাদম হল, অফিস, সাধারণ এবং বিলাসবহুল বাসস্থান এবং প্যান্ডেল যেখানে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হয় তা তৈরী করা হয়েছিল।

মেলা চলাকালীন ইসকন ভক্তরা প্রত্যহ প্রায় ৮০,০০০ থালা প্রসাদ সাধু এবং ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ করেন যা ঘি, চাল, ডাল, সবজি, রুটি এবং মিষ্টান্ন সমন্বিত ছিল।

প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে গরুর গাড়ীতে শ্রীশ্রী গৌরনিতাই শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহ নিয়ে মেলা প্রদক্ষিণ করা হতো যেখানে হরিনাম সংকীর্তন এবং গ্রন্থ বিতরণের ব্যবস্থা থাকতো।

এই পদ্ধতিতে তারা শ্রীল প্রভুপাদের প্রায় আড়াই লক্ষ গ্রন্থ বিতরণ করে যার মধ্যে দেড় লক্ষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উল্লেখযোগ্য।

ভক্তরা তাঁদের গো-গাড়ী সহযোগে তিনটি শাহী স্নানের জায়গাতে প্রবেশ করে এবং সেখানে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা হয়।

ইসকন ক্যাম্প সংগঠক সনক সনাতন দাস বলেন, 'তিন মুখ্য স্নানের দিন ১৫ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তি, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মৌনী অমাবস্যা এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী বসন্ত পঞ্চমী এর প্রত্যেকটিতে ইসকন অংশগ্রহণ করে এবং সেবা প্রদানের জন্য প্রশংসিত হয়।'

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

(৬ষ্ঠ অধ্যায়)

ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যানযোগে ৪৭টি শ্লোক আছে। এই অধ্যায়ের বিভাজন এইভাবে ১নং — ৪নং শ্লোকে নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে যোগ সাধনা বর্ণনা করা হয়েছে।

৫নং—৯নং শ্লোকে যোগারুরুক্ষু ও যোগারূঢ় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১০—১৫নং শ্লোক পর্যন্ত যোগারূঢ় স্তরে কিভাবে সাধনা করতে হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬—২৭নং শ্লোকে যোগ অভ্যাসের বিভিন্ন ধাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

২৮—৩২নং পরম আত্মা রূপে ভগবানকে উপলব্ধি করার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

৩৩—৩৬নং শ্লোকে অর্জুন অষ্টাঙ্গযোগ প্রত্যাখ্যান করলেন, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৭—৪৫নং শ্লোকে অকৃতকার্য যোগীর গতি বা গন্তব্য স্থান বর্ণনা ভগবান বর্ণনা করেছেন।

৪৬—৪৭ নং শ্লোকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী কে ভগবান উল্লেখ করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেছেন একজন নিষ্কাম কর্মযোগী তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে, ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থেকে বা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করতে পারেন। সেই রকম একজন যোগীও তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমে ধাপে ধাপে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সেই একই গতি লাভ করতে পারেন। সেই পন্থাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণনা করবেন ভগবান।

১ নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন, যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ত্যাগ করেছেন এবং দৈহিক চেষ্টাশূন্য তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী নন। যিনি কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে কতর্ব্যকর্ম করেন তিনিই যথার্থ যোগী বা সন্ন্যাসী। সমগ্র গীতা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চাইছেন অর্জুন যেন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে কর্মফলের আশা পরিত্যাগ কে কর্তব্যকর্ম বোধে যেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাই ২নং শ্লোকে ভগবান বললেন, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনা ত্যাগ করে স্বীয় কর্ম সাধনা করাই সন্ন্যাসী বা যোগীর কর্তব্য কর্ম।

৩নং শ্লোকে অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম ধাপে যোগারুরুক্ষু এবং সর্বোচ্চ ধাপ যোগারূঢ় স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। অষ্টাঙ্গ যোগের আটটি স্তর — ১) যম বা বিধি, ২) নিয়ম বা নিষেধ, ৩) আসন, ৪) প্রাণায়াম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ, ৫) প্রত্যাহার বা বিষয় ভোগ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, ৬) ধারণা বা হৃদয়ে কার কথা চিন্তা করবেন তার ধারণা করতে হবে, ৭) ধ্যান বা যাঁর কথা চিন্তা করেছেন তিনি কিরকম তাঁর রূপের ধ্যান করতে হবে, ৮) সমাধি বা পূর্ণরূপে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাতে চাইলেন, তুমি নবীন অষ্টাঙ্গ যোগের পন্থায়, কারণ তোমার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি এখনও আসক্তি দূর হয়নি, তুমি যোগারূঢ় স্তরে উন্নত হবে কি করে? তাই যোগারূঢ় স্তরের গুণাবলী ভগবান বললেন ৪নং—৯নং শ্লোক পর্যন্ত, বিশেষ করে মন আমাদের অবস্থাভেদে বন্ধু বা শত্রু হয় সেই কথাও ভগবান খুব

সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ৫নং শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন আমাদের জন্য বিশেষ করে মনকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে সে আর মায়ার মিথ্যা চমকের প্রতি আকৃষ্ট না হয়।

এই সম্বন্ধে একজন ভক্ত একটা হাসির কাহিনী বলেছিলেন। কাহিনীটি হলো, এইরকম একজন সুন্দরী রমণী একজন চাষাকে গিয়ে বলল, তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই। চাষা শুনেই বললেন, ওঃ! তাই, এখনই চলো আমার মতো সৌভাগ্যবান কেউ নেই। ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। ব্রাহ্মণ বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করার আগেই বলল, ওঃ! এত সুন্দরী রমণী — তুমি একে বিয়ে করে রাখবে কোথায়? তাই আমিই একমাত্র এর উপযুক্ত পতি হওয়ার যোগ্য। চাষা আর ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাদ শুরু হলো। শেষপর্যন্ত সঠিক বিচারের জন্য রাজার দরবারে উপস্থিত হলো। রাজা সঠিক বিচারের সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন, 'দ্যাখো, তোমরা এই সুন্দরী রমণীর পোশাকের খরচা যোগাতে পারবে না। তাই সঠিক বিচার করলাম, আমি বিয়ে করবো।' কথা শুনে রমণীটি বলল, দেখুন আমাকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমাকে যিনি দৌড় প্রতিযোগিতায় ধরতে পারবেন তিনিই আমাকে বিয়ে করতে পারবেন। দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথমে চাষা

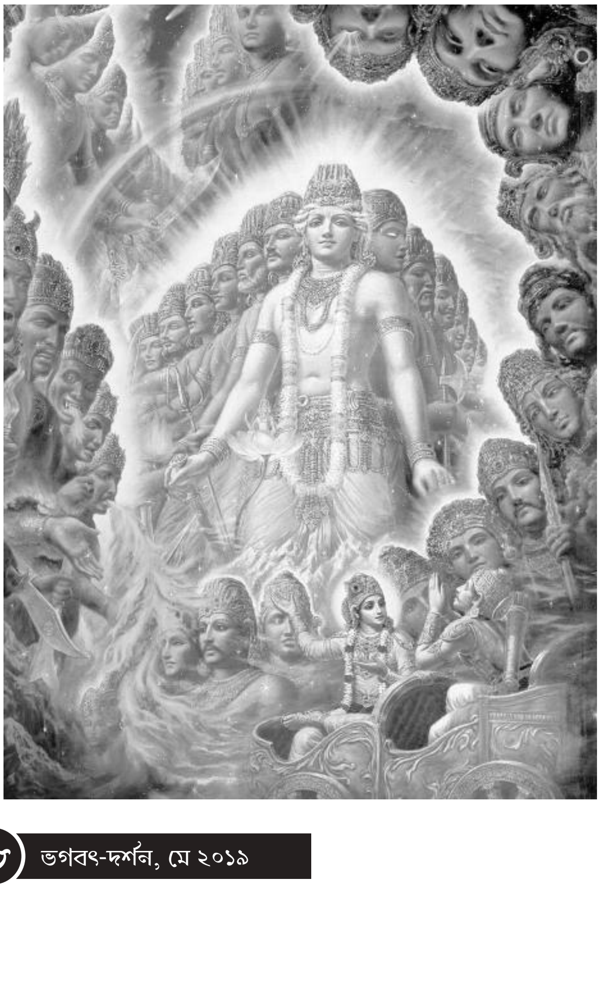

পড়ে মারা গেল, পরে ব্রাহ্মণ পড়ে মারা গেল। শেষে রাজা আনন্দে বললেন, তাহলে আমাকে বিয়ে কর।

রমণীটি খুব হাসতে হাসতে বললেন, 'হে রাজন্! আমি হচ্ছি এই দুনিয়ার মায়ার চাকচিক্য চমকপ্রদ রূপ। আমার প্রতি যদি কেউ মনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ছুটবে তাকে অবশেষে মৃত্যুবরণ করতে হবে।' তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, মনের দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করা কখনই উচিত নয়। ভগবান অবশেষে যোগারূঢ় ব্যক্তির গুণাবলী বলতে গিয়ে যিনি মৃৎখণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদর্শী তিনিই প্রকৃত যোগারূঢ়। অর্জুন ভগবানের কথা মন দিয়ে শুনলেন। ভগবান আবার অর্জুনকে বললেন, যোগারূঢ় স্তরে কিভাবে সাধনা করতে হবে। (১০ নং) যোগারূঢ় ব্যক্তি তাঁর দেহ মন দিয়ে সর্বক্ষণ পরব্রহ্মের সেবায় যুক্ত থাকবেন একাকী এবং নির্জন স্থানে।

প্রতিটি জীবই হচ্ছে ভগবানের অপরিহার্য অংশ। তাই প্রতিটা জীবের কর্তব্য ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে ভগবানের সেবা করা। যদি তা না করে তা হলে সেটা হবে একটা নিন্দনীয় অপরাধ এবং তার ফলে তার অধঃপতন হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ একাকী মানে বোঝাতে চেয়েছেন — ভক্ত সবসময় ভক্ত সঙ্গে থাকবেন — সেটাই একাকী।

১১-১২নং—যোগ অভ্যাসের নিয়মাবলী উল্লেখ করেছেন। মৃগচর্ম ব্যবহার করার অর্থ আক্রমণাত্মক জীবাণুরা আসে না। ১৩-১৫নং যোগীরা বসার লক্ষণ এবং লক্ষ্য স্থির অভ্যাসের ফলে আমার ধাম প্রাপ্ত হবেন।

তারপর ভগবান অর্জুনকে যোগী কে হতে পারবেন তার বাহ্যিক গুণাবলীগুলিও বললেন—১৬-১৭নং শ্লোকে। ১৮নং কিভাবে যোগী জড় কামনাবাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে অবস্থান করেন এবং কিভাবে ১৯নং শ্লোকে তাই উদাহরণ দিয়ে বললেন, বায়ু শূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, ঠিক সেইরকম সঠিক পন্থা অনুশীলনকারী যোগীর চিত্ত স্থির থাকেন। ২০-২৩নং শ্লোকে যোগযুক্ত যোগীর গুণাবলীগুলি উল্লেখ করে কিভাবে তিনি পরম আনন্দ লাভ করেন তা উল্লেখ করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন ভক্তরা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে খুব সহজেই অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। ২৪নং শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে যোগীর যোগ সাধনা করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করা কত গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি উল্লেখ করেছেন। এই শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে একটি চড়াই পাখীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলে কার্যে কত সহজে

সফল হওয়া যায় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

২৫-২৭নং শ্লোক পর্যন্ত 'প্রত্যাহার' সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যোগী কিভাবে চঞ্চল ও অস্থির মনকে ধৈর্যের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে পরম সুখে বাস করেন সেই কথা উল্লেখ করেছেন এবং ২৮-২৯নং শ্লোক পর্যন্ত যোগী কিভাবে প্রতিটি জীবই তাদের কর্মফল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহ লাভ করলেও সর্ব অবস্থাতেই তারা ভগবানের নিত্য দাস উপলব্ধি করে তাঁদের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবানকে দর্শন করেন। ৩০নং শ্লোকে ভগবান আরও স্পষ্ট করে দিলেন যিনি আমাকে সর্বত্র দর্শন করেন আমিও সেই ভক্তের দৃষ্টির অগোচর হই না।

৩১নং ও ৩২নং শ্লোকে যোগীর কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন। ৩২নং শ্লোকে কে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এই শ্লোকের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে আমরা প্রতিপন্ন করতে পারি শ্রীল প্রভুপাদকে। তিনি অপরের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে করেছিলেন বলে ৭০ বৎসর বয়সে কত কষ্ট স্বীকার করে কপর্দকশূন্য অবস্থায় বিদেশে গিয়ে কত প্রতিকুল পরিস্থিতিতে প্রচার করেছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করে একটা গানে লিখেছেন —

নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডরি
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর সুখে দুঃখী সদা মিথ্যা ভাষী
পর দুঃখ সুখকর।।

৩৩নং শ্লোকে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়ে দিলেন যোগ সাধনা করতে গেলে মনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন সেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁর নাই। মনের চঞ্চল স্বভাব বশতঃ তিনি তার স্থায়ী স্থিতি দেখতে পাচ্ছেন না। চিন্তা করে দেখুন, কোন্ অর্জুন এই কথা বলেছেন — যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখা, দীর্ঘায়ুসম্পন্ন মহারথী, পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদ মহারাজের কন্যা দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বর সভা থেকে কিভাবে মৎস্যের চোখে তীরবিদ্ধ করে লাভ করেছিলেন, সেই অর্জুন বলছেন, আমার পক্ষে যোগারূঢ় স্তরে পৌছানো সম্ভব নয়। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, কলিযুগের মানুষের পক্ষে গৃহত্যাগ করে নির্জন স্থানে যোগাভ্যাস করা সম্ভব নয়। এমনকি বিভিন্ন যোগ অনুশীলন কেন্দ্রে গিয়ে যোগপদ্ধতির অন্ধানুকরণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, তারা কেবল সময়ের অপব্যবহার করছে। তাই অর্জুন মনের চঞ্চলতাকে আরো ভালোভাবে বোঝাবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একটা উদাহরণ দিলেন ৩৪নং শ্লোকে। ভগবান অর্জুনের কথা স্বীকার করে (৩৫নং) বললেন, 'হে কৌন্তেয়! ক্রমশঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা সম্ভব। বৈরাগ্য বলতে ভক্তিপ্রতিকুলগুলিকে ত্যাগ করা বোঝায়।'

৩৬নং শ্লোকে ভগবান অভিমত প্রকাশ করলেন, 'যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন করে মনকে বশ করতে চেষ্টা করেন তিনি অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করেন।'

৩৭নং শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন করলেন, 'যিনি শ্রদ্ধা সহকারে যোগে যুক্ত থেকে পরে চিত্তচাঞ্চল্য হেতু ভ্রষ্ট হয়ে যোগে সিদ্ধিলাভ করতে না পারেন, তবে সেই ব্যর্থ যোগীর কি গতি লাভ হয়?' ৩৮-৩৯নং শ্লোকে অর্জুন একটি উদাহরণ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে সংশয় দুর করার উপায় চাইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কত সুন্দর উপায় দিলেন ৪০-৪৫নং শ্লোকে।

একসময় একজন ভক্ত, তাঁর নাম শ্রীপাদ গৌরাঙ্গ প্রভু তিনি যুবক ছেলেদেরকে ক্লাস দেওয়ার সময় বললেন, এই

না। ভগবান ৪৬-৪৭নং শ্লোকে কে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বললেন — 'যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেটিই আমার অভিমত।'

শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন প্রতিটি জীবই হচ্ছে ভগবানের অপরিহার্য অংশ। তাই প্রতিটা জীবের কর্তব্য ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে ভগবানের সেবা করা। যদি তা না করে তা হলে সেটা হবে একটা নিন্দনীয় অপরাধ এবং তার ফলে তার অধঃপতন হয়। সে কথা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৫।৩ শ্লোকে উল্লেখ আছে। 'পরমেশ্বর ভগবানের ভজনা না করে, যে তার কর্তব্য অবহেলা করে, সে অবধারিতভাবে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।'

শ্লোকগুলি থেকে যে, 'কৃষ্ণভক্তি' করলে কি লাভ শুনুন? যদি কেউ কৃষ্ণভক্তি করতে এসে ফেল করে অর্থাৎ কয়েক বৎসর ভক্তি করে ছেড়ে দিল চিত্তচাঞ্চল্য হেতু, তার কি গতি হবে? অর্জুন আমাদের হয়ে (৩৭নং) প্রশ্ন করেছেন। গৌরাঙ্গ প্রভু উত্তর দিলেন, (৪০নং) তাঁর ইহলোক ও পরলোকে অর্থাৎ এই জন্মে এমনকি মৃত্যুর পরেও কোন ক্ষতি নেই। এমনকি তাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে। আমেরিকায় যাওয়ার খরচা, খাওয়া-দাওয়া ও ইচ্ছামতো ইন্দ্রিয় সুখভোগ বহু বৎসর করার পর ভালো পরিবারে জন্ম দেবে — যাতে আবার ভালো করে পড়াশুনা করে পাশ করতে পারো। ভক্তরা সকলে খুব হাসাহাসি করলেন। গৌরাঙ্গ প্রভু বললেন, ভগবান নিজে বলেছেন, ৪১নং শ্লোকে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবানদের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকসমূহে বহুকাল বাস করে — এর মানে কি? যোগভ্রষ্ট মানে ফেল করা ছাত্র; পুণ্যবানদের মানে প্রচুর দান করেছেন যাঁরা; স্বর্গাদিলোক সমূহ মানে ঊর্ধ্বলোক। সেখানে ইচ্ছামতো খাওয়া যায় আর ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করা যায়। স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে — আমেরিকার। এমনকি আপনার পুণ্য অনুযায়ী স্বর্গে থাকতে পারবেন; ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করতে পারবেন। 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোক বিশন্তি' ৯/৯ — কিন্তু ভগবান বলছেন, আমার ভক্ত হলে বহু বৎসর থাকতে পারবে। তারপর সদাচারী ও ধনী বণিক পরিবারে জন্ম হবে যার ফলে ভালো করে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে ভক্তি করতে পারবে। তাই ভগবান বলেছেন, হে পার্থ! শুভানুষ্ঠানকারীর পরমার্থবিদ্‌দের ইহলোকে ও পরলোকে কোন দুর্গতি হয়

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। ২০১৭ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

একটি ব্যাঙের বিস্ফোরণ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক গল্প হতে গৃহীত

দু..উউউম..! ঠিক একই ভাবে মূর্খেরা তাদের ঔদ্ধত্য এবং অহংকারের ওপর ভর করে, নিজেদেরকে ভগবানের সমতুল্য মনে করে। এই মিথ্যা ঔদ্ধত্য এবং অহংকার তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

একজন সত্যিকারের জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেকে সকল মিথ্যা ঔদ্ধত্য এবং অহংকার থেকে মুক্ত রাখেন এবং সর্বদা নিজেকে ভগবানের সেবকরূপে গণ্য করেন।

কাহিনী

নৃসিংহপল্লী

হিরণ্যকশিপুকে নিধন করার পর যেখানে ভগবান **শ্রীনৃসিংহদেব** তাঁর হস্ত ধৌত করেছেন

চন্দন যাত্রা দাস

নৃসিংহপল্লী নবদ্বীপ ধামের দক্ষিণ পূর্ব সীমানায় অবস্থিত এবং এটি নৃসিংহ পুরী এবং দেবপল্লী (দেবতাদের নিবাসস্থল) নামেও পরিচিত। এই মন্দিরটি সেই সত্যযুগ থেকে বিখ্যাত যখন ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদের প্রতি করুণাবর্ষণ করে তার ভয়ানক পিতা হিরণ্যকশিপুকে নিধন করে তাঁর শ্রীহস্তের রক্ত ধৌত করে এখানে বিশ্রামের জন্য এসেছিলেন। মন্দিরের উল্টোদিকে একটি দিঘি আছে, যেটি সেই যুগের মন্দাকিনী নদীর চিহ্ন বহন করে। যখন ভগবান নৃসিংহদেব এখানে আসেন তিনি এই নদীর মিষ্টি জল পান করে সতেজ বোধ করেন এবং তাঁর হস্ত থেকে হিরণ্যকশিপুর রক্ত ধৌত করেন। ভগবান নৃসিংদেব এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করতে এসেছেন জেনে সকল দেবতাগণ তাঁকে অনুসরণ করেন এবং বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করে মহা আড়ম্বর সহকারে তাঁর অর্চনা করেন। মন্দাকিনী নদীর পরিবর্তিত গতিমুখ দেবতাদের এই প্রাসাদগুলিকে গ্রাস করে ধ্বংস করে আর বর্তমানে সেগুলির ধ্বংসাবশেষ পাহাড়রূপে অঞ্চলটিকে ঘিরে আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদগণের সঙ্গে নিয়মিত ভগবান নৃসিংহদেবের কথা আলোচনা এবং হরিনাম সংকীর্তন করার জন্য এখানে আসতেন। ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্ট এখানে কীর্তন মঞ্চ তৈরী করেছে।

দেবপল্লীম্ ততো গত্বা
দেবান্ সূর্যমুখান্ প্রভুঃ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনানন্দে
প্লাবয়ম্ আস ভামিনী।।

'ও, ভামিনী! (সুবর্ণ-বিহার দর্শন করার পর) ভগবান দেবপল্লীতে গমন করেন। সেখানে তিনি সূর্যের নেতৃত্বে আগত দেবতাগণকে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তনের আনন্দে অবগাহন করান।' (নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য, প্রমাণ খণ্ড ৪।৩৮)

যদি ভগবান নৃসিংহদেব পাপাত্মাদের প্রতি ভয়ানক, তিনি প্রহ্লাদ মহারাজের নেতৃত্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের প্রতি মঙ্গল প্রদান করেন। কবে তিনি প্রসন্ন হয়ে আমার মতো অকিঞ্চনের প্রতি করুণা বর্ষণ করে আমাকে নির্ভীক করবেন?

তিনি বলবেন, 'বৎস! এই শ্রীগৌরাঙ্গ-ধামে নিশ্চিন্তে আনন্দে বসবাস কর। যুগলমূর্তির সানন্দে অর্চনা কর এবং তাঁদের দিব্য নামের প্রতি তোমার প্রেম বর্ধিত হোক। আমার ভক্তদের কৃপায় সকল বাধা দূরে চলে যাক। শুদ্ধ অন্তরে শুধু রাধাকৃষ্ণের অর্চনা কর কারণ এইরূপ অর্চনা সুধামৃত বর্ষণ করে।'

এই কথা বলে ভগবান সানন্দে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আমার মস্তকে স্থাপন করবেন? অকস্মাৎ আমি হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির প্রতি দিব্যপ্রেম অনুভব করব এবং এই আনন্দের অনুভূতিরূপ সাত্ত্বিক বিকারের উপলব্ধি প্রাপ্ত হব। আমি শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরের দ্বারে ভূমিতে পতিত হব।' (নবদ্বীপ ভাব তরঙ্গ)

নবদ্বীপ ভাব তরঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিম্নরূপে দেবপল্লীকে বর্ণনা করেছেন —

সুবর্ণ বিহারের দক্ষিণ পূর্বে নৃসিংহ পুরী। দেবপল্লী নামেও কথিত এই স্থানের শুদ্ধ চিন্ময় মিষ্টতা আমি কখন দর্শন করব? ভগবান নৃসিংহদেবের এই নিবাস স্থল দর্শন কালে আমি প্রেমানন্দে ভূমিতে গড়াগড়ি দেবো। হৃদয়ে কোন ছল না রেখে নিষ্ঠাভরে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করব এবং আমি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করব।

আমার অন্তরে লোভের নেতৃত্বে ছল, প্রতিষ্ঠাশা, চাতুরীসহ ছয় শত্রু নিরন্তর বাস করে। ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমি কামনা করি যেন তিনি কৃপা করে আমার অন্তর শুদ্ধ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার আমার যে অভিলাষ তা পুর্ণ করে দেন।

ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমি কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করব যেন তিনি আমাকে নবদ্বীপে রাধাকৃষ্ণের অর্চনার বর প্রদান করেন যা সম্পূর্ণভাবে সকল প্রতিকূলতা থেকে নিরাপদ ও মুক্ত। কখন ভগবান শ্রীহরির এই ভীষণ রূপ যা ভয়ের মধ্যেও ভীতিসঞ্চার করে, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর করুণা প্রদর্শন করবেন?

নৃসিংহপল্লী মন্দির

নিম্নলিখিত অংশটি শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্যে পরিক্রমা খণ্ডে বর্ণিত দেবপল্লীর বর্ণনা —

সুবর্ণবিহার দর্শনের পর নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীজীব এবং শ্রীবাস ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে দেবপল্লী গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করেন। এই স্থানকে নৃসিংহপল্লীও বলা হয়। তারা সকলে দেবতাদের অতিথিরূপে বিশ্রাম গ্রহণ করেন এবং মধ্যাহ্ন প্রসাদ ভোজন করেন। দিনের শেষে নিত্যানন্দ প্রভু গ্রাম পরিদর্শনে যান। তিনি বলেন, এই গ্রামে সেই সত্যযুগ থেকে ভগবান নৃসিংহদেবের একটি মন্দির রয়েছে। প্রহ্লাদের প্রতি কৃপাবশতঃ ভগবান নৃসিংহদেব তার পিতা হিরণ্যকশিপুকে নিধন করেন, যিনি তার পুত্রকে অনেক অত্যাচার করেছেন। হিরণ্যকশিপুকে নিধনের পর ভগবান নৃসিংহদেব এই স্থানে আগমন করেন এবং কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

ভগবান নৃসিংহদেব এখানে বিশ্রামের জন্য এসেছেন জেনে ব্রহ্মাসহ সকল দেবতা এখানে ভবন নির্মাণ করে গ্রাম

স্থাপন করেন। তারা মন্দাকিনী নদীর তীরে পাহাড়ের উপর তাদের ভবন নির্মাণ করেন এবং সকলে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হন। সেই সময় থেকে এই স্থান নবদ্বীপ ধামে নৃসিংহ ক্ষেত্র রূপে পরিচিত। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, এই স্থান অত্যন্ত পবিত্র। পূর্বে ব্রহ্মা, গণেশ, সূর্যদেব এবং ইন্দ্রের ভবন যেখানে অবস্থিত ছিল সেখানে অনেক পাহাড় ছিল। এখানে অনেক টিলার উপর বিশ্বকর্মা একশোরও অধিক প্রস্তর নির্মিত ভবন নির্মাণ করেন। কালের প্রভাবে মন্দাকিনী নদী শুকিয়ে যায় এবং সকল ভবন ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে শুধু উঁচু স্থান রয়েছে কিন্তু সেখানে দেবতাদের মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ স্বরূপ বহু প্রস্তর খণ্ড রয়েছে। কথিত আছে, মন্দিরের উল্টোদিকের পুষ্করিনীতে ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর হস্ত ধৌত করেছিলেন। কিছুকাল পরে এক মহান ভক্ত বা রাজা এখানে আসবে এবং ভগবান নৃসিংহদেবের কৃপায় নৃসিংহভগবানের মন্দির নির্মাণ করে ভগবানের অর্চনা পুনরায় সূচনা করবেন। এই স্থানটি নবদ্বীপ ধামের সীমানা সূচিত করে যা যোল ক্রোশ বা ৩২ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত।

এই মন্দিরটি সত্যযুগ থেকে বিখ্যাত যখন ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদের প্রতি কৃপাবশতঃ হিরণ্যকশিপুকে নিধন করে এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করতে আসেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদবর্গকে সঙ্গে নিয়ে নিয়মিত এই স্থানে এসে ভগবান নৃসিংহ কথা আলোচনা এবং হরিনাম সংকীর্তন করতেন।

এই মন্দিরটি সত্যযুগ থেকে বিখ্যাত যখন ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদের প্রতি কৃপাবশতঃ হিরণ্যকশিপুকে নিধন করে এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করতে আসেন। এটি নবদ্বীপ ধামের দক্ষিণ পূর্ব সীমানায় অবস্থিত এবং 'নৃসিংহ পুর' ও 'দেবপল্লী' (দেবতাদের নিবাসস্থল) নামে পরিচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদবর্গকে সঙ্গে নিয়ে নিয়মিত এই স্থানে এসে ভগবান নৃসিংহ কথা আলোচনা এবং হরিনাম সংকীর্তন করতেন।

'শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য'-এ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন, নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীজীব গোস্বামীকে বলেন যে, ভবিষ্যতে এক ভক্ত রাজা এই স্থানে এসে বিশাল মন্দির নির্মাণ করে ভগবান নৃসিংহদেবকে প্রতিষ্ঠা করে পুনরায় তাঁর অর্চনার সূচনা করবেন।

মন্দিরের উল্টোদিকের দিঘিটি পূর্বে বাহিত মন্দাকিনী নদীর চিহ্ন বহন করছে। যখন ভগবান নৃসিংহদেব এই স্থানে আসেন, তিনি এই নদীর সুমিষ্ট জল পান করে সতেজ হন এবং তাঁর হস্ত থেকে হিরণ্যকশিপুর রক্ত ধৌত করেন।

ভগবান নৃসিংহদেবকে অনুসরণ করে দেবতা এখানে এসে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং মহা আড়ম্বরে তাঁর অর্চনা করেন। মন্দাকিনী নদীর পরিবর্তিত গতিপথ দেবতাদের প্রাসাদগুলিকে গ্রাস করে ধ্বংস করে। তাদের ধ্বংসাবশেষগুলি বর্তমানে পাহাড়রূপে অঞ্চলটিকে ঘিরে আছে।

নৃসিংহপল্লীর দিকনির্দেশ

হুলোর ঘাট থেকে ইসকন মায়াপুর ঃ প্রধান দ্বারের বামদিকে বোট ঘাট। হুলোর ঘাট হলো প্রথম ঘাট (প্রধান রাস্তার শেষে) এবং নবদ্বীপ শহর (কোলদ্বীপ) যাওয়ার নৌকা অন্যঘাট থেকে পাওয়া যায়। নৌকায় গোদ্রুমদ্বীপ যান। বোটঘাট থেকে প্রধান রাস্তায় ডানদিকে গেলে ৫ মিনিট হাটার পর বাজারের মাঝখানে পৌছাবেন। এখানে রিক্সা এবং অটোরিক্সা পাওয়া যায়। এখান থেকে রিক্সায় ৪৫ মিনিটে নৃসিংহপল্লী পৌছানো যায়। অটো রিক্সা আরো দ্রুত যায়।

ইসকন মায়াপুর থেকে কৃষ্ণনগর/কোলকাতা হাইওয়েঃ ভক্তিসিদ্ধান্ত মার্গ ধরে কলকাতা যাওয়ার রাস্তায় পৌছান। কৃষ্ণনগরের দিকের বাঁক এবং রেলসেতুর তলা দিয়ে সোজা নবদ্বীপ/কৃষ্ণনগর হাইওয়ে (বামদিকে ঘুরবেন না সেটি সোজা কোলকাতায় যাচ্ছে)। নৃসিংহপল্লী একটি দিঘির সম্মুখে (রাস্তার বামদিকে) এবং রাস্তার ডানদিকে একটি তীব্র বাঁক রয়েছে। দূরত্ব ২৭ কি.মি.। একটি ট্যাক্সিতে যেতে ৪৫ মিনিট সময় লাগে।

নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা ঃ প্রতিবছর গৌর পূর্ণিমার দুই সপ্তাহ পূর্বে ইসকন মায়াপুরের দ্বারা নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা আয়োজিত হয়। যে কেউ এই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমাতে যোগ দিয়েও নৃসিংহপল্লী দর্শন করতে পারেন।

ব্রজধামে দর্শন

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

নন্দগ্রাম

গোকুল মহাবনে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকালে পূতনা বধ, শকটাসুর নিধন, তৃণাবর্ত নিধন, মা যশোদাকে নিজ মুখ মধ্যে বিশ্বরূপ দেখানো, সাথী বালকদের সঙ্গে ননীচুরি করা, দামবন্ধন, যমলার্জুন ভঞ্জন প্রভৃতি লীলা সম্পাদিত হয়। যমলার্জুন বৃক্ষ উৎপাটিত হওয়া কারণ কি হতে পারে, সেখানে সব বাচ্চারা খেলাধূলা করছিল, কৃষ্ণও। ভাগ্য ভালো, গাছ দুটি কারও উপর পড়েনি। যা হোক, বিভিন্ন ঘটনা গোকুলবাসীদের আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। সেইজন্য কৃষ্ণের জ্যেঠামশাই উপানন্দের সভাপতিত্বে গ্রামবাসীদের মধ্যে এক আলোচনা সভা করা হয়। সেই আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে, দৈত্যদানবদের কু-দৃষ্টি পড়েছে গোকুলে, তাই পুত্র-কন্যা পরিবার ও গোধনাদি নিয়ে অন্যত্র সরে যাওয়া উচিত হবে। কৃষ্ণের তখন ৩ বছর ৪ মাস বয়স। নন্দমহারাজ গোকুল ছেড়ে ছটীকরা নামক গ্রামে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে নন্দমহারাজ ডীগ নামক স্থানে কয়েকদিন বসবাস করে কাম্যবনে গিয়ে বাস করেন। যখন কৃষ্ণের বয়স ৬ বছর ৮ মাস সেই সময় নন্দমহারাজ এই নন্দগ্রামে এসে বসবাস করেন। কৃষ্ণ তাঁর ১০ বছর ৭ মাস বয়স পর্যন্ত এই নন্দগ্রামে কৈশোর লীলা সম্পাদন করেন। তারপর মথুরাতে গমন করেন কংস বধের উদ্দেশ্যে।

ব্রজের তিনটি পর্বত সম্বন্ধে বলা হয় বর্ষানা পর্বত ব্রহ্মার প্রকাশ, গোবর্ধন পর্বত বিষ্ণুর প্রকাশ এবং নন্দগ্রাম পর্বত শিবের প্রকাশ। নন্দমহারাজ এই পর্বতে বসবাস করেছিলেন বলেই নন্দগ্রাম বলা হয়। পর্বতের উপরে বড় মন্দিরের উত্তর পাশে নন্দীশ্বর মহাদেব বিরাজিত আছেন। পর্বতের চতুর্দিকে প্রায় দেড় কিলোমিটার সীমা নিয়ে নন্দমহারাজের বাসভবন ছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।১৩) বর্ণিত হয়েছে —

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণ পুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ।।

‘আহা! ব্রজভূমি সকলই ধন্য, যেখানে অজ্ঞান অভক্তদের অগোচর মনুষ্যরূপী, বিচিত্রমালা শোভিত, শিব ও লক্ষ্মীর সেবিত চরণ সেই সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সঙ্গে গোচারণ ও বেনুবাদন করতে করতে বিবিধ লীলা প্রকাশ পূর্বক ভ্রমণ করে থাকেন।’

১৫১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রজে এসে নন্দগ্রামে

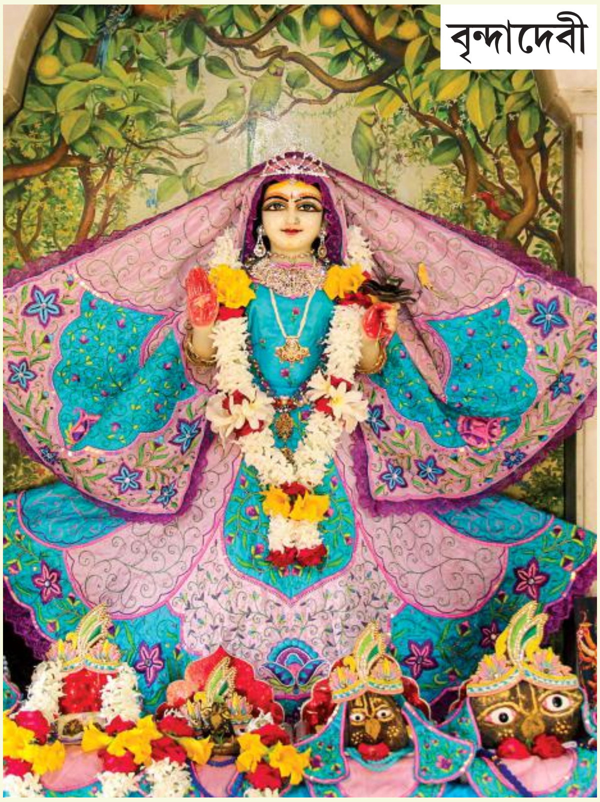

আসেন। তখন তিনি এখানে নিরিবিলি নন্দীশ্বর পর্বত পাদদেশে কয়েকজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'উপরে কি আছে?' তারা বলে, 'পর্বতের উপরে একটি গুহা আছে। গুহার মধ্যে এক মা ও এক বাবা আছে, তাদের একটি ছেলে আছে। ছেলেটি নাচে ও বাঁশি বাজায়।' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সানন্দে সেখানে গিয়ে মা যশোদা, বাবা নন্দকে প্রণতি নিবেদন করেন। আর কৃষ্ণকে স্পর্শ করে প্রেমের আবেশে নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। সেই সন্ন্যাসী চৈতন্য মহাপ্রভুকে নৃত্যগীতরত অবস্থায় দর্শন করে ব্রজবাসীরা নিজেরা বলাবলি করতে লাগলো — উনি মানুষ না, সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের নারায়ণ! অন্য কেউ কেউ বলে, ও নারায়ণ নয়, ওই নন্দ-যশোদারই পুত্র। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কৃষ্ণ!

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ৫ম তরঙ্গে বর্ণিত আছে, শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম দাস ঠাকুর এখানে এলে রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী তাদেরকে বলেন —

এই দেখ নন্দের বসতি সীমাস্থান।
নন্দের ভবন পূর্বে অপূর্ব উদ্যান।
যাবট হইতে শ্রীরাধিকা সখী সাথে।
নন্দের আলয়ে আইসেন এই পথে।
অহে শ্রীনিবাস এ পাবন সরোবরে।
স্নান করি কৃষ্ণে যে দেখয়ে নন্দীশ্বরে।
শ্রীনন্দ-শ্রীযশোদার করিলে দর্শন।
সর্বাভীষ্ট পূর্ণতার হয় সেইক্ষণ।।

মন্দির মধ্যে কৃষ্ণ-বলরাম, তাঁদের ডান পাশে মা যশোদা, তাঁর ডান দিকে রাধারানী এবং বামপাশে নন্দ মহারাজ ও দুই সখার বিগ্রহ বিরাজমান। এখানে বলরামকে দেখতে কৃষ্ণের মতো। একদিন বলরাম চিন্তা করলেন, মা যশোদা আমাকে স্নেহ করেন, কৃষ্ণকেও। কিন্তু কাকে বেশী স্নেহ করেন? সেই পরীক্ষা করার জন্য বলরাম নিজে কৃষ্ণরূপ ধারণ করে যশোদার কাছে এলেন। মা যশোদার সমান বাৎসল্য প্রেম অনুভব করলেন। সেই সময় কৃষ্ণ এসে পৌঁছালে বলরাম কৃষ্ণরূপ বদলাতে পারলেন না। মা উভয়কেই কোলে নিয়ে সমপরিমাণ স্নেহ করেছিলেন।

পর্বতোপরি নন্দমহারাজের মন্দির থেকে উত্তর দিকের সিঁড়ি বেয়ে নামার পথে ডানদিকে শ্রীশ্রীগৌরনিতাই ও রাসবিহারী মন্দির, আরও কয়েক পা নেমেই ডান দিকে রাধামদনমোহন মন্দির, আরও উত্তরে যশোদা মন্দির। এখান থেকে আরও একটু নেমে বামদিকে গিরিধারণ মন্দির, আরও নামতে ডানদিকে মানসী দেবী মন্দির।

এই মন্দিরের নিকটবর্তী একটি কুণ্ড আছে। সাঁচকুণ্ড বা ধোয়ানীকুণ্ড। নন্দ মহারাজের লক্ষ লক্ষ গাভীর দুধ থেকে ছানা মাখন প্রভৃতি তৈরী করে তার সাঁচ বা নিংড়ানো মাঠা এখানে জমা করতেন। ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে দুধ দই পাত্রগুলির ধোয়া জল এখানে জমা হতো।

পাবন সরোবর — ধোয়ানীকুণ্ড থেকে উত্তর-পশ্চিম কোনার দিকে সড়কের উত্তরপাশে বিখ্যাত পাবন সরোবর। রাধাসখী বিশাখার পিতা পাবন গোপ এই সরোবর খনন করেছিলেন। এই সরোবরের চারপাশে ঘাট বাঁধানো আছে। নন্দ মহারাজ, কৃষ্ণ-বলরাম ও অন্য সমস্ত গোপ-গোপীবর্গ সরোবরের নির্দিষ্ট ঘাটে স্নান করতেন। সরোবরের উত্তর পাড়ে বল্লভাচার্য ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপবেশন স্থান এবং দক্ষিণ পাড়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন কুটীর। একদিন গোপশিশু রূপে কৃষ্ণ তিনদিন উপবাসী সনাতন গোস্বামীকে এখানে দুধ পান করিয়েছিলেন।

স্তবাবলীতে বলে, ভ্রমর গুঞ্জিত কদম্ব বেষ্টিত এই পাবন সরোবরে কৃষ্ণকে দর্শন করতে, কৃষ্ণের সাথে জলসেচন খেলা করতে আগ্রহ ভরে গোপীরা আসতেন। এমন কি এও বলা হয় যে, সমস্ত তীর্থ পাপমুক্ত হওয়ার জন্য পাবন সরোবরে স্নান করতে আসেন।

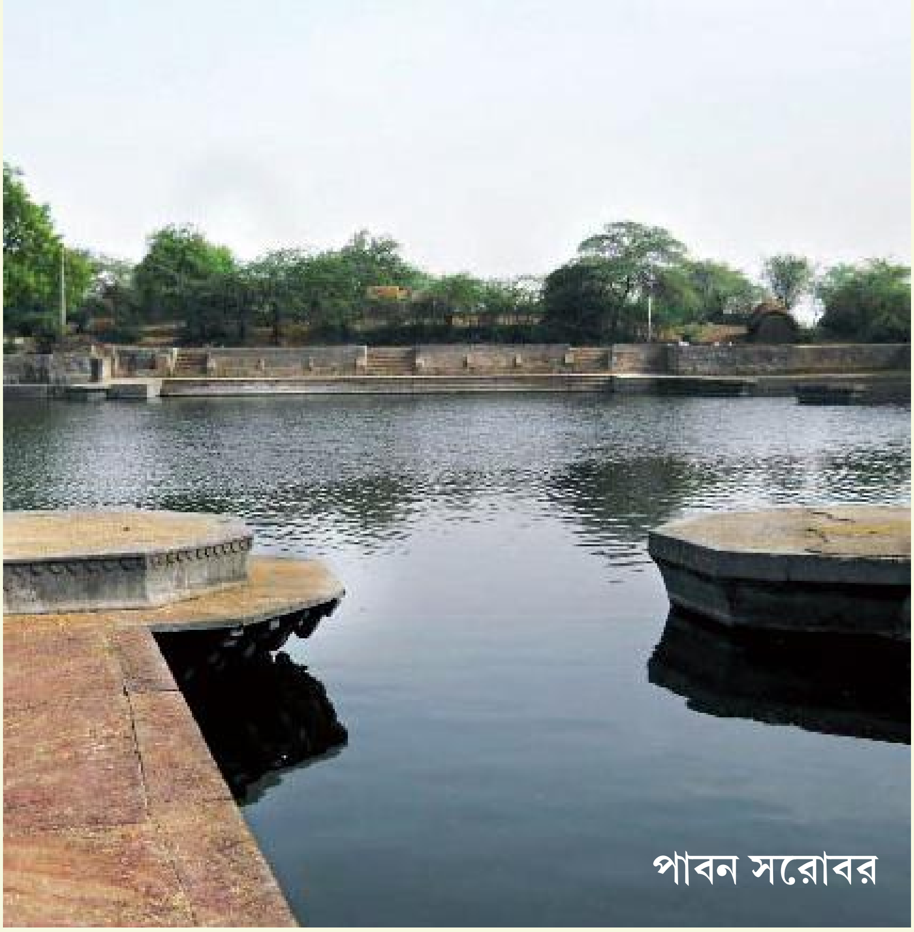
পাবন সরোবর

ক্ষুন্নাহার কুণ্ড — পাবন সরোবর থেকে ঈশান কোণের দিকে এগিয়ে গেলে গিড়োহ সড়কের পূর্বপাশেই এই কুণ্ড। পর্জন্য ঘোষ নিজপুত্র নন্দমহারাজের গৃহে একটি সুন্দর পুত্র লাভের জন্য এইখানে অনাহারে থেকে শ্রীনারায়ণের আরাধনা করেছিলেন। পরে তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত পৌত্র কৃষ্ণকে লাভ করেন।

মতিকুণ্ড — ক্ষুন্নাহার কুণ্ড থেকে সড়ক ধরে উত্তর দিকে এগোতে থাকলে ডান দিকে মতিকুণ্ড দেখা যাবে। এখানে রাধাকৃষ্ণ মন্দির রয়েছে। একসময় রাধাকুণ্ড স্থানে মনিমুক্তায় সুসজ্জিত রাধারানী ও সখীদের কাছে কৃষ্ণ তাঁর হংসী ও হরিনী গাভী দুটির জন্য কয়েকটি মুক্তার গয়না চাইলে তারা দেন নি। তখন শ্রীকৃষ্ণ নন্দগ্রামে মা যশোদার কাছ থেকে মুক্তার নোলক চেয়ে নিয়ে এই মতিকুণ্ডের পাশের জমিতে চাষ করেছিলেন। সেই মুক্তা থেকে বহু মুক্তো ফুল ফল হলো। অনেক মুক্তোর গয়না হলো। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন কেন, গাই-বাছুর থেকে শুরু করে বানরদের পর্যন্তও মুক্তার গয়না পরানো হলো। মা তো অবাক হলেনই। রাধা ও সখীরা মুক্তাচাষ পদ্ধতি বুঝে উঠতে না পেরে অনুশোচনা করতে লাগল যে, কেন কৃষ্ণকে সেদিন আমরা মুক্তোর গয়না দিলাম না।

ফুলয়ারী কুণ্ড — মতিকুণ্ডের উত্তর দিকে ফুলয়ারী কুণ্ড। এখানে নন্দ মহারাজের ফুলের বাগান ছিল।

রামপুকুর — পাবন সরোবর থেকে উত্তর পশ্চিম কোনার দিকে রামপুকুর। এখানে বলরাম ও কৃষ্ণ এসে সখাদের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের খেলায় মেতে থাকতেন।

মোহিনীকুণ্ড — পাবন সরোবর থেকে কয়েক পা পশ্চিম-দক্ষিণ কোনে মোহিনীকুণ্ড। এখানে একসময় শ্রীকৃষ্ণের মোহনীয় রূপ দেখে সখীগণ মোহিত হয়ে গৃহ-পরিবারের সমস্ত কর্তব্যকর্ম ভুলে চলে এসেছিল।

বৃন্দাকুণ্ড — পাবন সরোবর থেকে বায়ুকোনের দিকে কামা যাওয়ার সড়ক ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলে পশ্চিম দিকের মোড়ে বৃন্দাকুন্ড দর্শনীয়। এখানে রাধাকৃষ্ণের লীলা সংগঠনকারিনী বৃন্দাদেবী বিরাজমান। এখানে ইসকন মন্দিরে বৃন্দাদেবী শ্রীবিগ্রহ অতি সুন্দর। বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় দূতী। কুঞ্জাদি সংস্কারে অভিজ্ঞ, আয়ুর্বেদে পণ্ডিতা, স্থাবর জঙ্গম বৃন্দাদেবীর অধীনে। বৃন্দাদেবীর অঙ্গকান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো। বেশীর ভাগই নীলবর্ণের বস্ত্র পরেন। মুক্তামালা ও নানা ফুলে সজ্জিতা থাকেন। বৃন্দাদেবীর পিতার নাম চন্দ্রভানু, মাতার নাম ফুল্লরা, পতির নাম মহীপাল। সর্বদা রাধা-কৃষ্ণের মিলন সম্পাদনই বৃন্দাদেবীর অভিপ্রেত সেবা। তিনি নেপথ্যে থেকে এমনভাবে রাধাকৃষ্ণের নিত্যসহযোগী ছিলেন যে রাধারানী স্বয়ং বলেছিলেন, হে বৃন্দা, আমি এখানে সমস্ত বনের অধীশ্বরী হলেও তোমার নামই যুক্ত করে সবাই বলবে বৃন্দাবন।

পানিহারি কুণ্ড — বৃন্দাকুণ্ড মোড় থেকে কামা সড়ক ধরে আরও এগিয়ে গেলে রাস্তার বামপাশে পানিহারি কুণ্ড। মা

যশোদা শ্রীকৃষ্ণের পানীয় জন এই কুণ্ড থেকে ব্যবহার করতেন। এখানে রাধাকৃষ্ণ মন্দির বিদ্যমান।

চরণ পাহাড়ী — পানিহারি কুণ্ডের নিকটবর্তী ছোট পর্বতটিতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের চরণের ছাপ বিদ্যমান।

ময়ূরকুটী পর্বত — নন্দীশ্বর পর্বত ও চরণপাহাড়ীর মধ্যবর্তী পর্বত। হনুমান ও মহাদেবের মন্দির রয়েছে পর্বতের উপরে। এখানে সখাদের সাথে কৃষ্ণ ময়ূররূপ ধারণ করে নৃত্য করেছিলেন।

ব্রজের তিনটি পর্বত সম্বন্ধে বলা হয় বর্ষানা পর্বত ব্রহ্মার প্রকাশ, গোবর্ধন পর্বত বিষ্ণুর প্রকাশ এবং নন্দগ্রাম পর্বত শিবের প্রকাশ। নন্দমহারাজ এই পর্বতে বসবাস করেছিলেন বলেই নন্দগ্রাম বলা হয়।

নন্দবৈঠক — নন্দগ্রামের দক্ষিণ ভাগে নন্দবৈঠক দর্শনীয়। এখানে নন্দ মহারাজ গাভীদোহনের সময় কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে উপবেশন করতেন। গোচারণে কৃষ্ণ-বলরাম গেলে তিনি এখানে বসে তাদের কুশলে সমাচার শুনতেন।

রিমকি ঝিমকি কুণ্ড — নন্দবৈঠকের অগ্নিকোনের দিকে বর্ষানা নন্দ সড়কের পূর্বপাশে, মা-বাবা হারা দুটি ভিখারী কুমারী মেয়ে এখানে নিরিবিলি বনের মধ্যে সারা রাত আকুলিত চিত্তে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ তাদেরকে দর্শন দিয়েছিলেন।

দুমন বন — রিমকি কুণ্ডের উত্তর দিকে এই বনমধ্যে রাধা মান করে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে যেখানে লুকালেন, সেইখানেই কৃষ্ণও লুকিয়ে বসেছিলেন দেখতে পেয়ে হেসে ওঠেন।

পৌর্ণমাসী গুফা — দুমনবনের উত্তরদিকে এখানে সান্দীপনী মুনির মাতা পৌর্ণমাসী দেবী নির্জনে বাস করতেন। তিনি যোগমায়ার অবতার। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিসার প্রভৃতি লীলা সংঘটনে বিচক্ষণা ব্যক্তিত্ব। পাশেই তাঁর নাতনী নান্দীমুখীদেবীও অবন্তিকা ছেড়ে এখানে এসে রাধাকৃষ্ণ লীলা দর্শন ও শ্রবণ করে পরম সুখে বসবাস করতেন।

যশোদা কুণ্ড — নন্দ বৈঠকের পশ্চিম দিকে এই কুণ্ডে মা যশোদা শিশুপুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে স্নান করতেন। বালক বলরাম শান্তভাবে স্নান করে মায়ের সাথে থাকলেও চঞ্চল কৃষ্ণ স্নানের পর এদিক ওদিক গিয়ে বিলম্ব করতে থাকলে মা তাকে ভয় দেখানোর জন্য 'হাউ আছে' বলে দৌড়ে পালাতেন। কৃষ্ণও মায়ের পেছনে দৌড়াতো। 'হাউ কি?' কৃষ্ণের এই প্রশ্নে মা বলতেন ওটা বড় বড় নখ ও দাঁতওয়ালা সিংহের মতো। কুণ্ডের পাশে হাউ মূর্তি রয়েছে।

নৃসিংহ মন্দির — যশোদা কুণ্ড থেকে নন্দীশ্বর পর্বতের দিকে এগোলে মাঝপথে ডান দিকে নন্দ-যশোদা বন্দিত নৃসিংহদেব বিরাজমান।

ইসকন বৃন্দাকুণ্ড

আচার্য বাণী

বৈষ্ণব ধর্ম কেন শ্রেষ্ঠতম ?

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

বৈষ্ণব ধর্মকে বলা হয় প্রেমের ধর্ম। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে এই প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন। ইসকন এই প্রেমধর্মকেই আজ বিশ্বব্যাপী প্রচার করে চলেছে।

বিশ্ব পিতৃত্ব ছাড়া বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব অসম্ভব। ভগবান হচ্ছেন বিশ্বপিতা। আমরা সকলেই সেই বিশ্বপিতার সন্তান। ভগবানকে কেউ প্রভুরূপে, কেউ সখারূপে, কেউ বাৎসল্য রূপে, কেউ বা স্বামী বা প্রেমিক রূপে প্রেম নিবেদন করে। ভগবদ্গীতা অনুসারে সেই ভগবানের পরিচয় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ।

অনেকে বলেন, ভগবান নিরাকার। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান— সকল ধর্মেই অসংখ্য নিরাকারবাদী রয়েছেন। নিরাকার মানে আকারের অভাব। অনন্ত অসীম ভগবানের মধ্যে অভাব থাকবে কেন? তাই ভগবানের একটি নাম হচ্ছে অনন্তরূপ, অর্থাৎ যার রূপ কিংবা আকারের কোন অভাব নেই। অভাব অনটন ভগবানের জন্য নয়। একোঽহম্ বহুস্যাম্— আমি এক আছি, বহু হব। তাই এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু হলেন। রাস নাচের সময় তাঁরই শক্তি অসংখ্য গোপীরূপে প্রকাশিত হলো এবং শ্রীকৃষ্ণও অসংখ্য শ্রীকৃষ্ণ হয়ে তাদের সঙ্গে প্রেম বিনিময় করলেন। তাঁর শক্তিকে বহুরূপে প্রকাশ করার পরও শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু হারিয়ে যাননি। ভক্তকে কৃপা করার জন্য তিনি অসংখ্য বার এই জগতে অবতীর্ণ হন।

সূর্যের আলোক এবং উত্তাপ যেমন সূর্যেরই শক্তি, ঠিক তেমনি গোপীরা সব কৃষ্ণশক্তি। কেউ পরস্ত্রী নন। কোন মানুষ শুধু দুজন নারীকে বিবাহ করে একই সঙ্গে দুজন পুরুষ হতে পারবেন না। কোনও মানুষের পক্ষে একটা পর্বতকে উত্তোলন করা সম্ভব নয়, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করেছেন।

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পারেন না এমন কোনও কাজ নেই। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবগণ তাঁর বিবিধ শক্তির প্রকাশমাত্র।

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণকে 'অজ' বলা হয়েছে। অজ মানে তাঁর জন্ম নেই। সূর্য পূর্ব আকাশে জন্মায় না এবং পশ্চিম আকাশে মৃত্যুবরণ করে না। ঠিক তেমনি কৃষ্ণ আসেন তাঁর ভক্তের সঙ্গে প্রেম বিনিময় করতে। প্রেমিক ভক্তকে তিনি সর্বদাই প্রেমের আনন্দ প্রদান করে থাকেন। কৃষ্ণের মৃত্যু নেই। সাধারণ জীবও মৃত্যুর মাধ্যমে মরে না। তাহলে সমস্ত জীবের উৎস ভগবান মরবেন কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের

তিরোধান লীলা বর্ণিত হয়েছে। সেটি সাধারণ জীবের দেহত্যাগের মতো নয়। সূর্যাস্তের মতো তিনি শুধু অপ্রকট হয়ে যান বিদ্বেষীদের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য। ভক্তদের কৃপা করার জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

শ্রীকৃষ্ণ পক্ষপাতি নন। জন্মের সময় কেউ অন্ধ হয়ে জন্মায়। কেউ শিশুকালে গাড়ী চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ বা পোলিও ক্যান্সারে আক্রান্ত। কেউ কেউ বলেন, এগুলি পরীক্ষা। কিন্তু যে শিশু গাড়ী চাপা পরে মারা গেল। ভগবান তার কী পরীক্ষা নিলেন? বোকা লোকেরা বলতে পারে, ক্লাস ওয়ান-এর পরীক্ষা আর ডাক্তারি পরীক্ষা সমান নয়। মানলাম, কিন্তু ভগবান কেন পরীক্ষার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করবেন? যে শিশু গাড়ী চাপা পড়ে মারা গেল, তাঁর ক্ষেত্রে ভগবান কি পক্ষপাতিত্ব করে কঠিন পরীক্ষার কঠিন প্রশ্ন তৈরী করলেন? গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর উত্তর দিয়েছেন ঃ সমোহহং সর্বভূতেষু — আমি সকলের প্রতি সমান। কিন্তু জীব তার পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম অনুসারে শাস্তি বা পুরস্কার পায় এবং ভবিষ্যতে যতদিন জীব ভগবানের শুদ্ধ প্রেম লাভ না করবে, তার এই জন্মান্তর চলবে। সেই প্রেম লাভ করার জন্য জীবেরও কিছু করণীয় আছে।

বোকা মানুষেরা মনে করতে পারে যে, মৃত্যুর পর জীবাত্মা অনন্ত নরকে বা অনন্ত স্বর্গে চলে যায়। সাধারণ পিতাও সন্তানকে অনন্ত নরক যন্ত্রণা দিতে চায় না। তাহলে করুণা সাগর ভগবান কেন জীবকে অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা দেবেন? ভগবান কখনো এরকম সন্ত্রাসবাদী হতে পারেন না। ভগবান এত নিষ্ঠুর নন। জীব তার কর্ম অনুসারে কিছু শাস্তি এবং

বৈষ্ণব ধর্মের এই উদার বাণী ইসকনের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ — যে কেউ যোগদান করতে পারেন—কোনও ভেদাভেদ নেই এই প্রেম ধর্মে।

কিছু পুরস্কার পায়। করুণাসাগর ভগবান অন্তহীন পুরস্কার দিতে পারেন, কিন্তু অনন্ত শাস্তি কখনই দেবেন না। তাই নরক যন্ত্রণা কখনই অনন্ত নয়। করুণা সাগর ভগবান, প্রেমময় ভগবান জীবকে অনন্তবার সুযোগ প্রদান করেন। জন্ম-জন্মান্তরে এই সব সুযোগ লাভ করে জীব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করে। কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে হলে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ভগবানকে ডাকতে হবে।

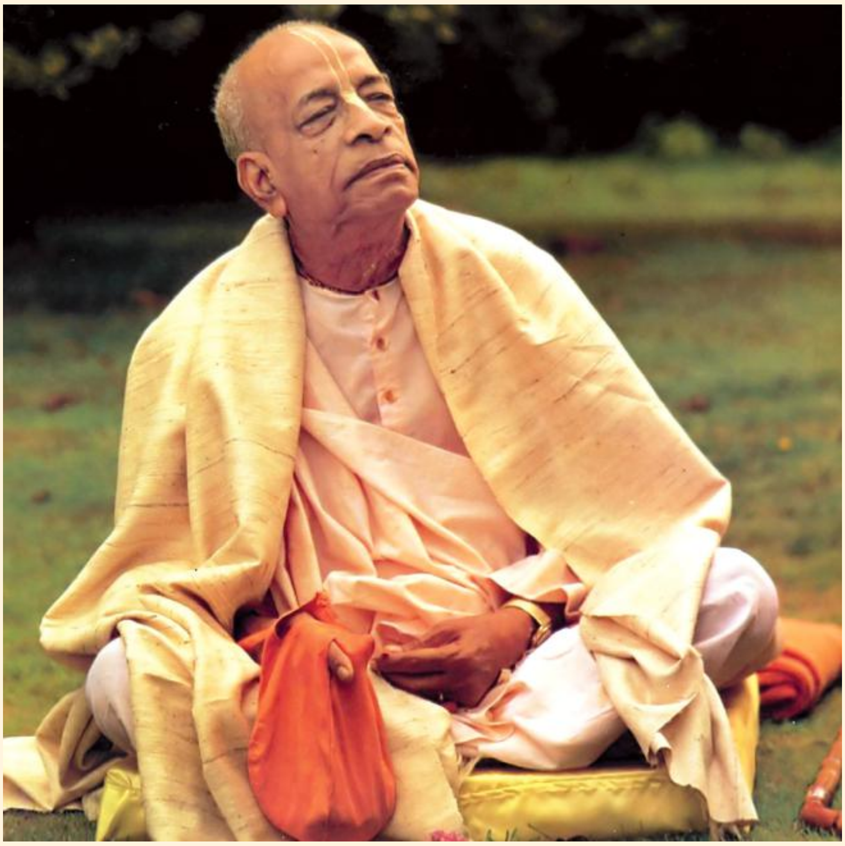

সমস্ত প্রকার নেশা বর্জন, জুয়া বর্জন এবং অবৈধ যৌন জীবন বর্জন করতে হবে। জীব হিংসা বর্জন করতে হবে। তামসিক এবং রাজসিক আহার বর্জন করে শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার ভগবানের কৃপারূপে গ্রহণ করতে হবে। প্রেম সহযোগে ভগবানের কথা শুনতে হবে। প্রেম সহযোগে ভগবানের নাম জপ-কীর্তন করতে হবে। প্রেমের আনন্দে মানুষ নৃত্য করতে বাধ্য হবে। বৈষ্ণবেরা তাই প্রেমের আনন্দে হরিনাম সঙ্কীর্তন করেন — হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এই প্রেম নাম কীর্তনে সকলেই যোগদান করতে পারেন — জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে। বৈষ্ণব ধর্মের এই উদার বাণী ইসকনের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ — যে কেউ যোগদান করতে পারেন — কোনও ভেদাভেদ নেই এই প্রেম ধর্মে।

গৌরভক্ত মহিমা

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটি-
রধীয়তাং বা শ্রুতি শাস্ত্রকোটিঃ।
চৈতন্যকারুণ্যকটাক্ষভাজাং
সদ্যঃ পরং স্যাদ্ধি রহস্যলাভঃ।।

লক্ষ লক্ষ শ্রেষ্ঠ গুরু
যত তুমি ধরো,
লক্ষ লক্ষ শ্রুতিশাস্ত্র
যত তুমি পড়ো,
সারা জন্ম ভজন শিক্ষা
যত তুমি করো,
ব্যর্থ সবই, গূঢ় প্রেম
রবে বহু দূরে।
(ও ভাই) রবে বহু দূরে।।
গৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি
লভিয়াছে যিনি,
গৌরাঙ্গের গুণগাথা
যার কণ্ঠ মণি,
সেই গুরুপদাশ্রয়ে
যদি থাকো তুমি
সফল হবে, কৃষ্ণপ্রেম-
রত্ন লভিবারে।
(সদ্য) প্রেম লভিবারে।।

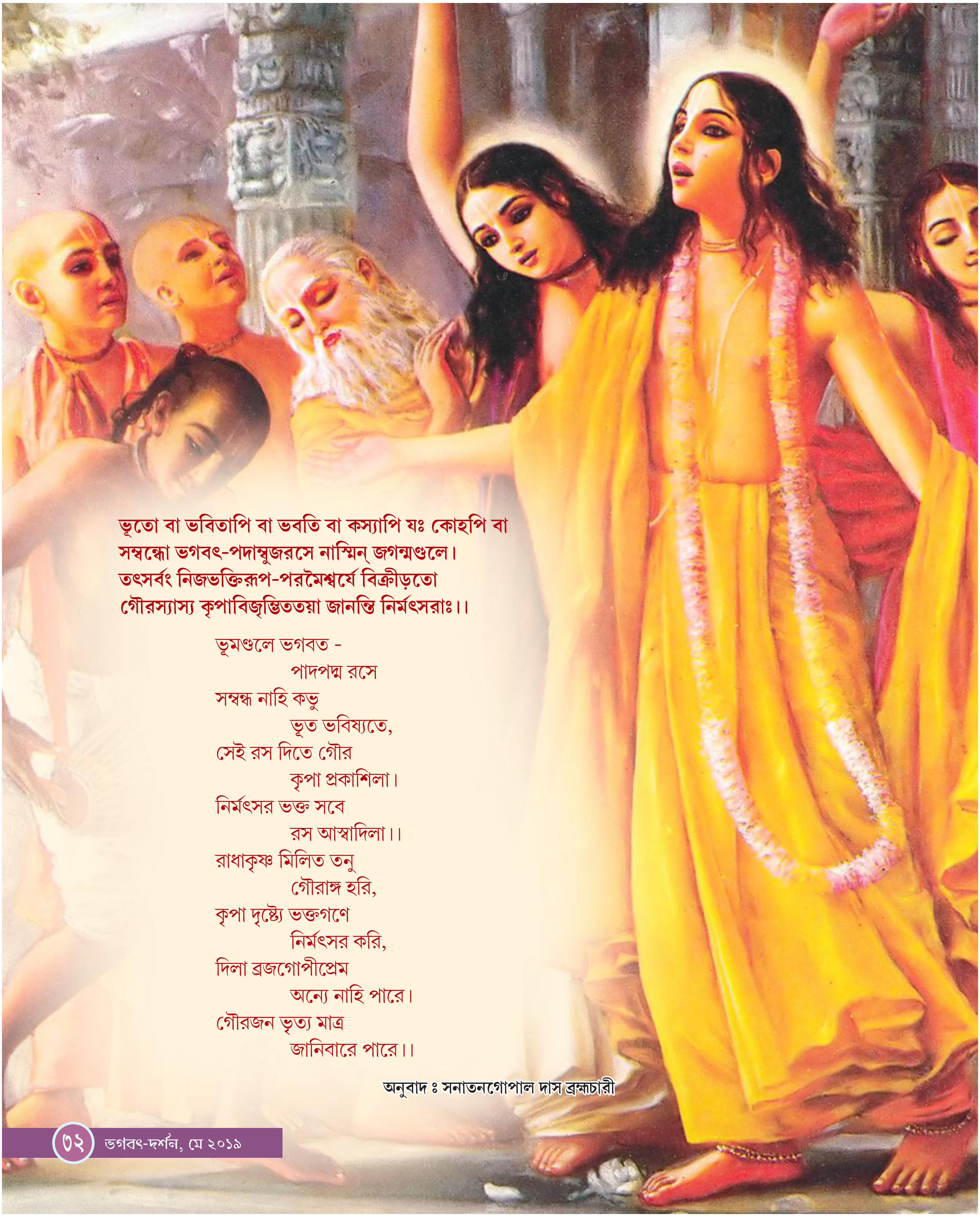

ভূতো বা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্যাপি যঃ কোহপি বা
সম্বন্ধো ভগবৎ-পদাম্বুজরসে নাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে।
তৎসর্বং নিজভক্তিরূপ-পরমৈশ্বর্যে বিক্রীড়তো
গৌরস্যাস্য কৃপাবিজৃম্ভিততয়া জানন্তি নির্মৎসরাঃ।।

ভূমণ্ডলে ভগবত -
পাদপদ্ম রসে
সম্বন্ধ নাহি কভু
ভূত ভবিষ্যতে,
সেই রস দিতে গৌর
কৃপা প্রকাশিলা।
নির্মৎসর ভক্ত সবে
রস আস্বাদিলা।।
রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু
গৌরাঙ্গ হরি,
কৃপা দৃষ্টে ভক্তগণে
নির্মৎসর করি,
দিলা ব্রজগোপীপ্রেম
অন্যে নাহি পারে।
গৌরজন ভৃত্য মাত্র
জানিবারে পারে।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী